ইকতেসাদ

(মিতব্যয়িতা এবং অল্পতুষ্টি; অপচয় ও অপব্যয় সংশ্লিষ্ট)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لَا تُسْرِفُوا

তোমরা খাও, পান করো এবং অপব্যয় করো না (আ'রাফ ৩১)

আলোচ্য আয়াতে কারিমা অর্থ সঞ্চয়ে অকাঠ্যভাবে হুকুম দিচ্ছে এবং অপচয় থেকে স্পষ্ট নিষেধ করার মাধ্যমে অতি মূল্যবান একটি কৌশলগত শিক্ষা প্রদান করছে। আলোচ্য মিতব্যয়ীতার আলোচনায় "সাতটি নুকতা রয়েছে"।

প্রথম নুকতা ঃ দয়াময় আল্লাহ মানবজাতির কাছ থেকে নেয়ামতের বিপরীত কৃতজ্ঞতা চান। আর যদি অপচয় করে তাহলে এটা কৃতজ্ঞতার বিপরীত হবে। নেয়ামতের বিপরীত এটা একটি ক্ষতিকর এক অবজ্ঞা। আর যদি মিতব্যয়ী হয় তাহলে এটা নেয়ামতের পাশাপাশি ব্যবসায়িক এক সম্মান প্রদর্শন হয়। হাঁ, মধ্যপন্থা যেমন আধ্যাত্মিক এক কৃতজ্ঞতা হয় তেমনি এলাহীর রহমতের প্রতি একটি শ্রদ্ধাবোধ এমনকি অকাঠ্যভাবে বরকতের কারণও হয় বটে। এমনকি পারিবারিকভাবে সংযমী হওয়াতে, সুস্থ হওয়াতে, সুস্থ থাকার এক মাধ্যম। এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ভিক্ষাবৃত্তির লাঞ্চনা থেকে রক্ষাকারী এক ইজ্জতের কারণ, এবং নেয়ামতের মধ্যে স্বাদ উপভোগের অনুভূতি ও বাহিক্যভাবে তিক্ত মনে হলেও নেয়ামতের স্বাদ অনুভব করার শক্তিশালী এক কারণ ও বটে। এবার যদি অপচয় হয়, এটাতো উল্লেখিত হিকমত সমূহের বিপরীত হওয়ার কারণে সন্দেহমূলক অনেক অনেক ক্ষতিকর প্রতিফলতা এটাতে রয়েছে।

দ্বিতীয় নুকতাঃ অসীম কৌশলী মহান আল্লাহ মানুষের দেহকে পূর্ণাঙ্গ এক প্রাসাদের ন্যায় ও সুশৃঙ্খল একটি শহরের ন্যায় সৃষ্টি করেছেন। মানুষের মুখের মধ্যে প্রদত্ত স্বাদ ক্ষমতাকে এক দারোয়ান, রক্ত ও স্নায়ুকে টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফের তারের ন্যায়------ (স্বাদ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেহের পাকস্থলীর সাথে একটি কানেকশনের মধ্যম) যে মুখে আগত বস্তু ঐ স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা খবর দেয়। দেহের বা পেঠের জন্যে দরকারী হলে নতুবা প্রয়োজন না হলে এখানে প্রবেশ নিষেদ এরকম বলে এই বস্তুকে বাহিরে নিক্ষেপ করে। কখনও শরীরের উপকারী না হলে পাশাপাশি যদি ক্ষতিকর ও উপযুক্ত হলে তাৎক্ষণাত এটা বাহিরে নিক্ষেপ করে মুখের থুথু ফেলে।

সুতরাং মুখের মধ্যে এই স্বাদ-ইন্দ্রিয় যেহেতু সিকিউরিটির কাজে ব্যাস্ত; তাই পাকস্থলী হল দেহের পরিচালনার দৃষ্টিতে একজন সম্মানি ও বিজ্ঞ ব্যক্তি। তাই ঐ প্রাসাদে বা ঐ শহরে আগত ও প্রাসাদের বিজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রদানকৃত হাদিয়ার একশত স্বরের মূল্য যদি হয় তাহলে দারোয়ানের জন্যে বখশিশ স্বরূপ পাঁচ টাকার (স্বরের) প্রদান যথেষ্ট হবে----- শত ভাগের পাঁচ ভাগের বেশী হবে না। কেননা যাহাতে দারোয়ান অহংকারী

হয়ে কাজ থেকে বের হয়ে স্বীয় কাজকে ভূলে গিয়ে, অতিরিক্ত বখশিশ প্রদানকারী সন্ত্রাসীদেরকে প্রাসাদে প্রবেশ করে নেয়। এখন এই রহস্যের দৃষ্টিতে দুটি লোকমা খাবার খাচ্ছি আমরা (কল্পনায়)। প্রথম লোকমা, পনীর ও ডিমের ন্যায় অন্য খাবার চল্লিশ পয়সা। অন্য লোকমা এখানে উন্নত রকমের মিষ্টান্ন যার মূল্য ১০ পয়সা যদি হয়,এই দুই লোকমা মুখে প্রবেশের আগে দেহের বিবেচনায় কোথাও পার্থক্য নেই । সমান সমান সবকটি খাদ্যনালী দিয়ে প্রবেশের পর, দেহের খাবার তথা পুষ্টির ক্ষেত্রে ও সমান সমান পার্থক্যবিহীন। বরং মাঝে মাঝে ৪০ টাকার পনির, অনেক ভাল পুষ্টির যোগান দেয়। কেবল মুখের স্বাদ ক্ষমতার আস্বাদন এর ক্ষেত্রে অর্ধেক মিনিটের পার্থক্য রয়েছে। আদা মিনিটের জন্যে ৪০ টাকা থেকে ১০ পয়সায় নেমে আসা কি পরিমাণ অর্থহীন ও ক্ষতিকর ও অপচয় হওয়াটা সহজেই যুক্তি খাটালে বুঝতে পারবে (১ম ও ২য় লুকমার মূল্যের তফাত) এখন প্রাসাদের হাকিমের কাছে (পাকস্থলী) আগত হাদিয়া ৪০ টাকা হওয়ার সাথে সাথে, দারোয়ান কে ৯ বার অতিরিক্ত বখশিশ দেওয়াটা দারোয়ানকে ডিউটি থেকে বের করবে, সে বলবে আমিই হাকিম কে বেশি বখশিশ ও স্বাদ আমাকে দিবে ভিতরে তাহাকেই প্রবেশ হতে দিব। পীড়াপিড়ী প্রদান করবে, আগুন জালাবে অশান্তি বাড়ার সাথে আহ ডাক্তার যেন আসে তাপমাত্রা চেক করুক তাপমাত্রা যেন কমে এভাবে বলতে ব্যক্তি বাদ্য হয়ে পড়বে।

সুতরাং মধ্যপন্থা ও অল্পতুষ্টি হল এলাহির হিকমতের উপযুক্ত আচরণ। স্বাদ ক্ষমতাকে দারোয়ানের স্থরে ধরে, তার লেভেল অনুযায়ী বখশিশ প্রদান করে। আর যদি বাড়াবাড়ি করতে ইরাদা করে তাহলে ঐ হিকমতের বিপরীত আচরণ করার কারণে চড় খায় ও পেঠের মধ্যে ঝামেলা সৃষ্টি হয়। আসল হজম ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ভিন্নমুখী খাবার থেকে আগত অলৌকিক এক স্বাদ হজম দ্বারা খাবার ভক্ষণ করে। হজমহীনতার কারণ হয়। অসুস্থ হয়।

তৃতীয় নুকতাঃ পূর্বে দ্বিতীয় নুকতায় স্বাদ ইন্দ্রিয়কে এক দারোয়ান বলেছিলাম। আহলে গাফলাত ও রূহ এর দৃষ্টিতে যারা উন্নত হয়নি এবং কৃতজ্ঞ হওয়ার মাসআলায় তরক্কী হয় নাই এমন লোকদের জন্যে আসলেই এক দারোয়ানের ন্যায়ই। তাই তার স্বাদের খাতিরের জন্যে অপচয়ে ও এক গুনের স্থলে দশগুণ মূল্য দেওয়া থেকে বিরত থাকা দরকার। অপর দিকে যারা আসলেই কৃতজ্ঞ ও আহলে হাক্বিক্বাতের এবং আহলে ক্বলবের স্বাদেন্দ্রীয় ৬ষ্ঠ কালেমায় বর্ণনা করার ন্যায় স্বাদেন্দ্রীয় এলাহীর রহমতের রান্নাঘরের এক পরিদর্শক ও তত্ত্বাবদায়কের ন্যায় কাজ করে। এবং ঐ স্বাদেন্দ্রীয়তে খাবারের সংখ্যাও পরিমাপকের দ্বারা এলাহির নেয়ামত সমূহের প্রকার সমূহকে জানা,ওজন করা; এক আধ্যাত্মিক কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে দেহকে, পাকস্থলীকে সংবাদ প্রদান করে। অত:এব এই পদ্ধতিতে স্বাদেন্দ্রীয় কেবল এই গোস্তের দেহকে লক্ষ করছে না, বরং ক্বলবকে, রূহকে, জ্ঞানকে ও সম্পর্ক রেখে খেয়াল রাখার দৃষ্টিতে পাকস্থলীর উপর তার ধাপ রয়েছে স্থর ও রয়েছে।

অবপ্যয় না করার শর্তে কেবল কৃতজ্ঞতার আত্মপ্রকাশকে তার স্থলে আনতে এবং নেয়ামতের রকমারী বিদ্যমান স্বাদকে অনুভব করে তার সাথে পরিচিত হওয়ার তরে ও শরীয়ত সম্মত হওয়া এবং লাঞ্ছনা ও ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যম না হওয়ার শর্তে তার স্বাদকে পরিলক্ষিত করতে পারে। এবং ঐ স্বাদেন্দ্রীয়কে, বহনকারী জিহ্বা শুকরিয়াতে ব্যবহার করার কারনে সুস্বাদু খাবার সমূহ নির্বাচন করতে পারে। এই বাস্তবতাকে ইঙ্গিত প্রদানকারী একটি ঘটনা ও গৌছে আযমের কারামত এখন উল্লেখ করছি: **(জামেউ কারামাতিল আউলিয়া ২/২০৩।)**

এক সময় হযরত গৌছে আযাম শেখ জিলানী (রহ:) এর শিক্ষালয়ে এক লজ্জাবতী ও বয়স্ক মহিলার একমাত্র সন্তান খেদমতে ছিল। ঐ সম্মানী ও বয়স্ক মহিলা দেখা করতে গিয়েছিলেন তাহার বাচ্চার সাথে । তিনি

দেখলেন যে তার বাচ্চা এক টুকরো শুকনা ও কালো রূটি খাচ্ছে। এই চর্চার দূর্বল অবস্থায় মায়ের করূণা দেখা দিল। বিষয়টি কষ্টকর ছিল তাহার জন্যে। পরে তিনি হযরত গৌছে আযাম আব্দুল কাদির জিলানীর কাছে অভিযোগ জানানোর জন্য গিয়েছিলেন। তিনি দেখলেন যে, হযরত গৌছে আযাম রোষ্ট করা মোরগ খাচ্ছেন। তার মনক্ষুণতা থেকে বলেছিলেন যে "হে উস্তাদ! আমার বাচ্চা না খেয়ে মরে যাচ্ছে। আর আপনি মজাদার মোরগ খাচ্ছেন।" হযরত গাউস তখন মোরগকে বলেছিরেন "কুম বি ইযনিল্লাহ" (আল্লাহর হুকুমে জীবিত হও) পরে ঐ রোষ্টকৃত মোরগের হাড়গুলো একত্রি হয়ে মুরগী হয়ে খাবারের পাত্র থেকে বের হয়ে যাওয়া বিশ্বাসযোগ্য ও অনেক বিশ্বস্থ অলী সত্বাদের থেকে এই বিস্ময়কর কেরামত হযরতে গৌছে আযাম এর ন্যায় বড় অলীর কেরামত অসাধ্যরূপে তাওয়াতুর স্থরের ন্যায় বর্ণিত প্রসিদ্ধ ঘটনা সবারই জানা। এখন মহিলাকে হযরত গৌছে আযাম বলেছিলেন যে, "তোমার ছেলে যখন এই স্থরে আসবে তখন সেও যেন এমনটি মুরগী খায়।" সুতরাং হযরত গৌছে আযামের নির্দেশের অর্থ হল এটা যে, যখনই তোমার ছেলে রূহ ও দেহের ক্বলব তার নফসের আক্বল তার পাকস্থলীর হাকিম হবে (নিয়ন্ত্রণকারী হবে) এবং কৃতজ্ঞতার জন্যে ইচ্ছাকারী হবে ঐ সময় সুস্বাদু খাবার সমূহ খেতে পারবে ----

চতুর্থ নুকতাঃ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী জীবিকা অন্বেষণে পারিবারিক সমস্যায় পরে না। উক্ত কথার ধারবাহিকতায় لاَ يَعُولُ مَنِ اقْتَصَدَ হাদীস শরীফের অংশের দ্বারা স্পষ্ট যে, মিতব্যয়ী লোক রিযিক তলবের ক্ষেত্রে পারিবারিক যন্ত্রণাবলী ও সমস্যাবলীর খুব বেশি সামনা সামনি হয় না। অবশ্য সঠিক সঞ্চয় অকাঠ্য এক বরকতের কারণ ও জীবিকার নির্বাহের উত্তম এক মাধ্যম হওয়াতে ঐ পরিমাণ প্রমাণাদি রয়েছে যা অসংখ্য ও অগণিত। মোটকথা, আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি ও আমাকে খেদমতকারী ও বন্ধু ভাবাপন্ন সত্বাসমূহের সাক্ষী স্বরূপ বলছি যে, ইকতেসাদ (প্রয়োজনীয় খরচ) এর দ্বারা একের মধ্যে দশ গুণ বরকত দেখেছি এবং আমার বন্ধুগণও দেখেছেন। এমনকি নয় বছর এখন থেকে ত্রিশ বছর পূর্বে আমার সাথে বরাবর বুরদর (স্থান) এর নির্বাসিত হওয়া নেতৃস্থানীয় কিছু লোক অর্থের অভাবে দুর্ভোগ ও দুর্যোগে আমি যেন না পড়ি সে জন্যে যাকাত গ্রহণ করাতে আমাকে তারা অনেক চেষ্টা করেছেন। তখন ঐ ধ্বনী নেতাদেরকে বলিলাম যে, বাস্তবে আমার টাকা খুবই কম; কিন্তু আমার মিতব্যয়ীতা আছে; অল্পতুষ্টে আমি অব্যস্থ হয়ে গিয়েছি তাই আমি আপনাদের থেকে ও অনেক ধ্বনী।" পর পর জোড়াজোড়ি করার পরও তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছি। মাহাত্মের বিষয় হল এই যে, দুই বছর পর যারা আমাকে যাকাত দিতে চেয়েছিল তাদের কেউ কেউ মিতব্যয়ী না হওয়ায় ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল। 'সমস্ত প্রসংশা আল্লাহর জন্যে তাদের থেকে সাত বছর পর ঐ অল্প টাকার সঞ্চয়ী বরকতের সাথে আমার জন্যে যথেষ্ট হল।

আমার অভাব দেখা দেয় নাই। এবং জনগণের কাছে দুনিয়াবী প্রয়োজনে হাত পাততে বাদ্য হই নাই। আমার জীবনের এক সংবিধান হওয়া বাক্য "আল্লাহ ব্যতীত কারও কাছে না চাওয়া" এমন নিয়ম ও আমার ভঙ্গ হয় নাই।"

হাঁ, মিতব্যয়ী না হওয়া লোক, লাঞ্চনা ও ভিক্ষাবৃত্তিতে আধ্যাত্মিকভাবে জড়ানো এবং কৃ-প্রভৃত্বিতে মিশ্রিত হওয়াটা স্বাভাবিক। এই যুগে অপচয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া লোক টাকাকে অনেক মূল্যবান মনে করে । কেননা অনেক সময় তারা বিপরীত স্থর, চরিত্র, ঘুষ গ্রহণ করে। অনেক সময় দ্বীনের পবিত্রতাকে বিসর্জন দিতে হয় যার ধরূণ অসৎ টাকা প্রদান করা হয়। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক একশত টাকা ক্ষতি করে বস্তুগত একশত

টাকার কোন মূল্য নেই। যদি মধ্যপন্থা অবলম্বন করতঃ একান্ত জরূরী ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ও সীমিত এবং দুঃখ মনোভাবে ধৈর্য ধরে তাহলে,

اِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ (যারিয়াত ৫৮) আলোচ্য আয়াতের দ্বারা এবং

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللهِ (হুদ ৬) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যার দ্বারা স্পষ্ট যে অজানা থেকে আগত এমন ভাবে জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় রিযিক লাভ করবে। কেননা এই আয়াত অঙ্গীকার প্রদান করছে।

রিযিক ২ প্রকারঃ একটি হল হাকিকি (প্রকৃত) রিযিক = এই রিযিকের দ্বারা জীবনযাপন করবে। এই আয়াতের হুকুমের দ্বারা এই রিযিক প্রতিষ্ঠিত। এটা আল্লাহর ওয়াদার হস্তে ন্যাস্ত। মানুষের মন্দ রূচির ব্যবহার যদি না করে তাহলে এই আবশ্যকীয় রিযিককে সার্বক্ষণিক ভোগ করবে। এর জন্যে মানুষ না দ্বীন না ইজ্জত কোনটাকেই এর জন্যে উৎসর্গ করতে বাধ্য নহে।

অপরটি হল মাজাযী (রূপক) রিযিক = মন্দ রূচির ব্যবহারের দ্বারা অপ্রয়োজনীয় চাহিদাকে প্রয়োজনীয় চাহিদার সাথে সংমিশ্রণ করত; যুগের তালে যোগ দিয়ে এখান থেকে বের হতে পারে না। অত:এব এই রিযিক, আল্লাহর ওয়াদার মধ্যে না হওয়ার কারণে এই রিযিককে অর্জন করা, বিশেষত: এই যামানায় খুবই দূর্লব, ব্যয়বহুল। প্রথমে ইজ্জতকে বিসর্জন দিয়ে, যিল্লতিকে গ্রহণ করা, মাঝে মাঝে নিম্নশ্রেণীর মানুষের পাঁয়ে চুম্বন করত; আধ্যাত্মিক এক ভিক্ষাবৃত্তির ন্যায় কাজ কর্মে নামা। মাঝে মাঝে চিরস্থায়ী হায়াতের নূর হওয়া দ্বীনের পবিত্রতা বিসর্জন দেওয়ার আকৃতিতে ঐ বরকতহীন নিকৃষ্ট মালকে অর্জন করে। এমনকি এই অভাবী যামানায় ক্ষুধার্ত ও মুখাপেক্ষীদের কষ্টসমূহ থেকে আগত শিক্ষা যা সমমানের ও গোত্রের দ্বারা আগত ঐ বেআইনী পদ্ধতিতে অর্জিত টাকার দ্বারা আনিত স্বাদ, মানুষের বোধগম্য ক্ষমতা যদি থাকে তাহলে বুঝতে পারবে এই স্বাদ যন্ত্রণা প্রদান করে মনে মনে। এমন বিস্ময়কর যুগে সন্দেহময় জিনিসপত্রের মধ্যে প্রয়োজনের চাহিদা মোতাবেক এই বোধগম্য মানুষ যথেষ্ট তুষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক মনে করে। কেননা اِنَّ الضَّرُورَةَ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا উক্ত ব্যাকাংশের দ্বারা-হারাম মাল থেকে, জীবন বাঁচানোর পরিমান অনুযায়ী গ্রহণ করা যেতে পারে; অতিরিক্ত অগ্রহনযোগ্য; তবে হাঁ, কোন নিরূপায় ব্যক্তি মৃতের গোস্ত পেঠ ভরে খেতে পারবে না। বরং কেবল বেঁচে থাকার পরিমাণ খেতে পারবে। এবং এটাও সত্য যে,শত খানেক লোকের উপস্থিতিতে পূর্ণাঙ্গ স্বাদের সাথে বেশী খাওয়া যাবে না।

ইকতেসাদ (মিতব্যয়ীতা) ইজ্জতের কারণ ও পূর্ণতার-----------প্রমাণ ভিত্তিক ঘটনা:

একবার, দুনিয়াতে বদান্যতায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হাতিমতাই, বড় আকারে এক খাবার দাবারের দাওয়াত প্রদান করলেন। মুসাফিরদের উপঢৌকন প্রদানের সময় মরূভূমিতে বের হলেন। দেখলেন যে, একজন গরীব বয়স্ক লোক ভারী বোঝা বহন করছে। বোঝায় তার শরীরটা নুয়ে পড়েছে। কাটাযুক্ত ঝোপ হওয়ায় রক্ত ঝরছিল। হাতিম তাহাকে বলিলেন যে, হাতিমতাই উপহারের পাশাপাশি মূল্যবান এক জিয়ারতের আয়োজন করেছে। তুমিও ওখানে যাও; পাঁচ পয়সার ঝোপের বোঝার বদলে অনেক পয়সা গ্রহণ করতে পার। তখন ঐ মিতব্যয়ী বলেছিল যে, আমি এই কাঠাযুক্ত ভার বহন করব। এটাই আমার সম্মান অর্জন হাতিমতাই এর দান আনব না। পরে হাতিমতাইকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, তুমি তোমার থেকে আরও জোয়ান পুরূষ, প্রিয়, কাওকে কি

পেয়েছ? হাতিম বলেছিলেন যে, এই সাহারাভূমিতে কর্মরত ঐ মিত্যবয়ী লোকটিই হল প্রিয় অনেক উন্নত ও অনেক শক্তিশালী লোক আমি মনে করি।

পঞ্চম নুকতাঃ মহান আল্লাহ তার পূর্ণ দয়া থেকে সর্বনিম্ন দরিদ্র ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ ধনবান ব্যক্তির ন্যায় এবং অসহায় (অর্থাৎ গরীবকে) বাদশাহর ন্যায় নেয়ামতের স্বাধ অনুভূব করাচ্ছেন। হাঁ, একজন দরিদ্রের শুকনো কালো এক টুকরো রুটি থেকে, ক্ষুধার্ত ও মিতব্যয়ীতার মাধ্যমে অর্জিত স্বাদ একজন বাদশারই ও ধনবান লোকের অপচয় থেকে, আগত একগুয়েমী ও ভূক্ততার সাথে ভক্ষণকৃত সবচেয়ে উত্তম খাবার খুরমা পোলাও থেকে, আস্বাদনকৃত স্বাদের থেকে, ব্যক্তি দরিদ্রের স্বাধ অনেক বেশি অর্জন হয়। বিস্ময়ের ব্যাপার হল যে, অধিকাংশ অপচয়কারী ও অপব্যয়কারী মানুষগণ এই রকম মিত্যবয়ীদের "টেরপাও" বলে কৃপণতার অপবাদ দিচ্ছে। যা কখনও গ্রহনীয় নহে। কোন মিতব্যয়ী ব্যক্তি নিঃসন্দেহে ইজ্জত ও মহত্বের অধিকারী। আর টেরপাও ও যিল্লতী হল, অপচয়,অপব্যয়কারীদের বাহ্যিক অহমিকার রূপের ভিতরের চেহারা। এই বাস্তবতাকে স্পষ্টকারী এই রিছালে এর লেখনের বছরের মধ্যে যা আমার কক্ষে ইস্পারতায় হয়েছিল একটি ঘটনা এটা এমন যে,

আমার নিয়ম ও হায়াতের চলন-নীতির বিপরীত হওয়ার দৃষ্টিতে আমার একজন ছাত্র আড়াই কিলোগ্রাম অক্কার (১২০০ গ্রামে ১ অক্কা) কাছাকাছি মধু আমাকে হাদিয়া দিয়ে গ্রহণ করাতে আকুতিময় জেদ করেছিল। যে পরিমাণই আমার নিয়ম বুঝাতে চেষ্টা করলাম বুঝলনা। পরিশেষে, বাদ্য হয়ে আমার পাশের তিনজন ভাইয়ের খাওয়ার চিন্তা করে এবং শা'বান ও রামাযানে ঐ মধু থেকে মিতব্যয়ীতার সাথে ত্রিশ চল্লিশ দিন যেন তারা খেতে পারে ও দানকারীও যেন সওয়াব অর্জন করতে পারে এবং তিন ভাই ওরাও যেন মিষ্টিহীন অবস্থায় না থাকে বলে গ্রহণ করে নাও আমি বলিলাম। এক অক্কা মধু আমার ও ছিল। ঐ তিন বন্ধুরা।" যারা সত্যিই মুছতাক্কিম (সঠিক) ও মিথব্যয়ী ছিল।

কিন্তু যাইহোক, একে অপরকে সম্মান প্রদান করা এবং পরস্পরের উপর পরস্পরকে অগ্রাধিকার প্রদানকরণ ও খাওয়ানোর ন্যায় মহৎ গুণের ও আচরণের জন্য মিতব্যয়ীতাকে তারা ভূলে গেল। তারা তিন রাত্রিতে সমস্ত মধু শেষ করে ফেলল। আমি হেসে হেসে বলিলাম যে, তোমাদেরকে ত্রিশ চল্লিশ দিন এই মধু দিয়ে পরখ মূলক গত করতে চেয়েছিলাম। আর তোমরা ত্রিশ দিনকে তিন দিনে নামিয়ে নিয়ে আসলে। তোমাদের খাবারের সুস্থাস্থ কামনা করি আমি বলিলাম। কিন্তু আমি আমার ঐ এক কিলো: সমমান মধুকে মিতব্যয়ীতার সাথে খরচ করেছি। তামাম শা'বান ও রামযানে যেমন আমি খেয়েছি তেমনী "সমস্ত প্রসংশা আল্লাহর ঐ আমার ভাইয়েরাও প্রত্যেক দিন ইফতারকালে প্রত্যেকে এক চামচ করে (বড় চায়ের চামচ এর সাথে) তাদের দিয়ে অনেক পুন্যতার অধিকারী হয়েছিলাম। আমার অবস্থা যারা দেখেছেন তারা হয়তো" টেরপাও এর প্রস্ফুটন কৃপণতা অনুভব করেছেন। আর আমার অন্য ঐ তিন ভাইয়ের তিন রাত্রের মধু খাওয়ার চর্চাকে হয়ত অকৃপণতার প্রভাব অনুভব করেছেন। কিন্তু বাস্তবতার পয়েন্টে, ঐ প্রকাশ্য টেরপাও এর মধ্যে উচ্চ এক ইজ্জত, অনেক বড় আকারের বরকত ও সুউচ্চ পর্যায়ের সোয়াব গুপনে বিদ্যমান রয়েছে তাহা দেখলাম। আর ঐ জোয়ানকি কৃতিত্বের অপচয়ের মধ্যে যদি এই অভ্যাস না ছাড়া হয় তাহলে তার মধ্যে ভিক্ষাবৃত্তি ও অন্যের হাতের খাবার অন্বেষন ও অপেক্ষার ন্যায় উল্লেখীত টের পাওয়া (কৃপণতা) থেকে ও আরও নীচু মানের অবস্থার ফলাফল ভোগ করতে হবে।

ষষ্ঠ নুকতাঃ মিতব্যয়ীতা ও কৃপণতার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। বিনয়তা, যেমন মন্দ চরিত্র থেকে সৃষ্টি হওয়া অপদস্থতা আক্ষরিকভাবে একটি অর্থ প্রদান করে এবং চিত্রগতভাবে একটি খারাপ গুণ, চরিত্র। অন্যদিকে ধীর স্থিরতা যেমন মন্দ চরিত্র থেকে সৃষ্টি হওয়া অহংকার শাব্দিক দৃষ্টিতে অন্য অর্থ প্রদান করে এবং পরিভাষায় খারাপ চরিত্রের গুণ। একিভাবে, সর্বোৎকৃষ্ট চরিত্র থেকে হওয়া এবং দুনিয়ায় এলাহির হেকমতের নিয়মের নমুনা সমূহের থেকে হওয়া মিতব্যয়ীতা যা পেরেশানীতা, বখীলতা, পেঠুকতা, এবং লোভের এক মিশ্রন হওয়া নিচুতা, কৃপণতা এর সাথে কোনভাবেই মিতব্যয়ীতার মিল যায় না। কেবল সাময়িক দৃষ্টিতে এক সাদৃশ্যতা দেখতে পাওয়া যায়।

এই বাস্তবতাকে সত্যায়নকারী একটি ঘটনাঃ ছাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে আব্দুল্লাহ নামীয় প্রসিদ্ধ সাতজন ছাহাবীর থেকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর হলেন যিনি রাছুলুল্লাহ সঃ এর খলিফা ফারুকে আযাম হযরত উমরের (রা:) একান্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বড় খাদেম (তার ছেলে) এবং পারদর্শী ছাহাবাদের মধ্যে অন্যতম পারদর্শী ব্যক্তি হওয়া এই সত্বা বাজারের মধ্যে, কেনাকাটায় চল্লিশ টাকার এক বিষয়ে মিতব্যয়ীতার জন্যে এবং ব্যবসার তাৎপর্যময় বিষয় হওয়া বিশ্বস্থতা ও স্থায়ীত্বতাকে হেফাজত করার জন্যে বড়ই শক্তভাবে দর কষাকষি করেছিলেন। একজন ছাহাবী তার এই অবস্থা দেখলেন। পৃথিবীর উপরে খলিফার শানে শানদার হওয়া হযরত উমর (রা:) এর খাদেমের (সন্তানের) চল্লিশ টাকা নিয়ে দর কষাকষি করা তার কাছে কৃপণতা মনে হল। তিনি ইমাম আব্দুল্লাহর পিছনে পিছনে চলেছিলেন এবং জানাতে চাইলেন আসলে বিষয়টা কি? তিনি দেখলেন যে হযরত আব্দুল্লাহ তার বাসায় প্রবেশ করলেন। দরজায় একজন দরিদ্র লোককে দেখলেন, কিছু একটার পর আলাদা হয়ে গেলেন তারা পরে ঘরের দ্বিতীয় দরজা থেকে বের হলেন অন্য এক দরিদ্রকে ঐ দরজায় দেখলেন তার কাছে কিছু একটা অনন্দকর ঘটল। আলাদা হয়ে চলে গেল। দূর থেকে দৃষ্টিপাতকারী ঐ চাহাবীর জানার ইচ্ছা আরও একধাপ এগিয়ে গেল। তিনি ঐ ২ গরীব লোককে জিজ্ঞেস করলেন “ইমাম সাহেব তোমাদের পাশে দাড়ালেন কি করেছিলেন? প্রত্যেকেই বলিল, আমাকে স্বর্ণের একটা টুকরা দিয়েছেন। তখন ঐ ছাহাবী বলে উঠলেন, ফা সুবহানাল্লাহ যে ব্যক্তি বাজারে চল্লিশ টাকার জন্যে এতটাই দরকষাকষি করলেন আবার কাহারও অজান্তে দুইশত দিনার সমমানের স্বর্ণ যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে দিয়ে দিলেন। এভাবে চিন্তা করলেন পরে চলে গেলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমরকে দেখলেন ও জিজ্ঞেস করলেন” হে ইমাম! আমার এই সমস্যাটাকে সমাধান করেন। আপনি বাজারে এমনটি করলেন আবার বাড়িতে ঐ রকম করলেন। উত্তরে তাহাকে তিনি বলিলেন যে, বাজারের প্রেক্ষাপট মিতব্যয়ীতা বিচক্ষণতা, ব্যবসায়িক বিশ্বস্থতার সত্যায়নের ভিত্তি থেকে এসেছিলে। এটা নিচুতা নহে। আবার ঘরের ঘটিত ঘটনা হল অন্তরের সহানুভূতিতা থেকে এবং রূহের পূর্ণাঙ্গতার প্রতিফল স্বরূপ আরেক প্রেক্ষাপট। এটা না কৃপণতা না অপচয়।

ইমাম আযাম আবু হানিফা এই রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করত (ফয়জুল কাদির, মুনাবি ৪৫৪/৫) لَا اِسْرَافَ فِى الْخَيْرِ كَمَا لَا خَيْرَ فِى الْاِسْرَافِ বলেছিলেন। অর্থাৎ উপযোগী সদকায় যেমন অপচয় নেই তেমনি অপচয়ের মাঝে কোন কল্যাণ নেই।

সপ্তম নুকতাঃ অপচয় লোভকে জন্মদান করে। লোভ তিনটি ফল দেয়। **প্রথমটি** হল তুষ্টিহীনতা আর অতুষ্টি প্রচেষ্টা ও কর্মের আগ্রহ নষ্ট করে ফেলে। কৃতজ্ঞতার স্থলে অভিযোগ নিয়ে আসে। অলসতায় ব্যক্তিকে নিক্ষেপ করে। এবং শরীয়ত সম্মত হালাল অল্প মালকে ছেড়ে দিয়ে; শরীয়ত নিষিদ্ধ হারাম, পরিশ্রমহীন, অধিক মালের প্রতি আগ্রহী হয়। এবং ঐ রাস্তায় স্বীয় ইজ্জত ও মর্যাদাকে বিলিয়ে দেয়। (**ব্যাখ্যা** মিতব্যয়হীনতার কারণে মাল

ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, পন্য নির্মান সংখ্যা কমে যায় সবাই সরকারের প্রতি থাকায়। ঐ সময় সামাজিক জীবনের মাধ্যম হওয়া উৎপাদন ব্যবসা শিল্প, কমতে থাকে। ঐ সময় জাতির বঞ্চনা শুরু হয় ভিক্ষাবৃত্তি বৃদ্ধি পায়)।

লোভের **দ্বিতীয়টি** হল হতাশা ও সর্বনাশ। লক্ষ উদ্দেশ্য থেকে পলায়নকরত: জটিলতায় অবস্থান নিয়ে অর্জন ও সাহায্য থেকে বঞ্চিত থাকা। এমনকি اَلْحَرِيصُ خَائِبٌ خَاسِرٌ (আলমায়দানী, ***মাজমাউল আমছালে***) অর্থাৎ "লোভ সর্বনাশ ও পরাজয়ের কারণ স্বরূপ " এরকম প্রবাদ কথার সত্যায়ন করেন। লোভ ও তুষ্টতার প্রভাব প্রাণীকুলে রয়েছে এমন জগতে অতি প্রশস্ত এক নীতিমালার দ্বারা শ্রুতিও রয়েছে।

মোট কথাঃ রিযিকের মুখাপেক্ষী গাছপালা স্বভাবজাত তুষ্টিতা যা তাদের রিযিক তাদের দিকে আসে, এমনটি হওয়ার ক্ষেত্রে প্রাণীকুলের লোভের সাথে কষ্ট ও রিযিকের হ্রাস পাওয়ার মধ্যে রিযিকের প্রতি দৌড়াদৌড়ি করা সমূহ, লোভের মধ্যে যে বড় ক্ষতিগ্রস্থতা ও তুষ্টিতার মধ্যে মহান লাভ বিদ্যমান আছে তা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এমনকি চোট শিশু বাচ্চাদের প্রেক্ষাপটি ভাষার মাধ্যমে যে তুষ্টিতা ফুটে ওঠে। দুধের ন্যায় রহমতী একটি খাবারের অজানা স্থান থেকে তাদের বন্দোবস্ত করা এবং জানোয়ারদের লোভের কারণে অল্প ও কলুষিত খাবারের প্রতি আক্রমনাত্মক হওয়াটা; আমাদের যুক্তিকে চমৎকার এক আকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত করছে।

এমনকি মেদবহুল বড় মাছ সমূহের অল্প তুষ্টিতার কারণে পূর্ণরূপে রিযিক উপস্থিত হওয়া: এবং শেয়াল ও বানরের ন্যায় বুদ্ধিমান প্রাণীসমূহের খাবারের জন্যে ছুটাছুটি করার পাশাপাশি যথেষ্ট দৃষ্টিতে রিযিক না পাওয়ার কারণে পতলা ও দুর্বল হওয়ায় অবস্থাটা আবার লোভ কি পরিমাণ কষ্টের কারণ এবং অল্প তুষ্টিতা কি লেবেলের আরামপ্রদের স্থর হওয়াটাকে প্রদর্শন করছে। এমনকি ইয়াহুদি জাতী ও লোভ ও সুদের এবং প্রতারণামূলক আচরণের মাধ্যমে স্বীয় রিযিককে জিল্লাতের সাথে এবং অপদস্থতার সাথে, অবৈধভাবে, এমনকি কেবল বেঁচে থাকার মত খাবার অন্বেষন করাটা ঐ সাহারা ভূমিতে অবস্থানকারী (বেদুইনগণ) অল্পতুষ্টিতার দ্বারা স্বীয় কাজ কর্ম করে ইজ্জতের সাথে বাস করা ও রিযিক পর্যাপ্ত পরিমাণ পাওয়াটা আবার আমাদের উল্লেখিত দাবীকে শক্তভাবে প্রমাণ করে।

এমনকি, অনেক আলিমদের (মাওলানাদের) (**ব্যাখ্যা-১**, ইরানের সুবিচারক বাদশাহদের মধ্যে থেকে নওশির ওয়ানে আদিল (৫৩১-৫৭৯ইং) এর উযির বুজুরজমুহর নামের বুদ্ধিমান একজন আলিমকে তারা জিজ্ঞেস করেছিল আলিমগণকে কেন সরকারী অফিসারদের দরজায় দেখা যায় , কেন সরকারী অফিসারদের আলীমদের দরজায় দেখা যায় না অথচ ইলিম হল অফিসের উপরের একটা বিষয়? উত্তরে বলেছিলেন যে, "আলীমরা ইলিম থেকে আর অফিসাররা জাহিলামী থেকে অর্থাৎ অফিসাররা মুর্খতার ধরুন ইলমের মূল্য জানে না যে, উলামাদের দরজায় গিয়ে ইলিম যাতে অন্বেষন করে। আর আলিমদের ব্যাপার হল মারিফত থেকে মাল সমূহের মূল্য বুঝতে পেরেছে বলে অফিসারদের দরজায় অন্বেষণ করছে। সুতরাং বুজুরজমুহর উলামাদের মধ্যে দরিদ্রতা ও নীচুতার কারণ হিসেবে তাদের যোগ্যতা সমূহের ফলাফল অর্জিত লোভ সমূহের পাতলা এক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করতঃ অহংকার সুরতে উত্তর দিয়েছিলেন) এবং সাহিত্যিকদের (**ব্যাখ্যা ২** এই কথাটাকে প্রমাণ করে একটি ঘটনা যা ফ্রান্সে সাহিত্যিকদের খুবই ভাল ভিক্ষাবৃত্তির পথে পথিক হওয়ার জন্যে ভিক্ষাবৃত্তির সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। বুদ্ধিমত্তা থেকে নির্গত লোভের কারণে দরিদ্র অবস্থায় পতিত হওয়ার এবং খুবই মুর্খ ও ক্ষমতাহীনদের স্বভাবজাত অল্পতুষ্টিতার অভ্যাসের সাথে ধনবান হওয়ার ব্যাপারটা শক্তভাবে প্রমাণ করে যে, হালাল রিযিক অসহায়ত্ব ও অভাবগ্রস্থতার বিবেচনায় আসে। ক্ষমতা ও পছন্দমত আসে না। বরং ঐ হালাল

রিযিক ক্ষমতা ও চাহিদার সাথে ঠিক বিপরীতভাবে উপযুক্ত। কেননা শিশু বাচ্চাদের ক্ষমতা ও চাহিদা আসার সাথে সাথে তাদের রিযিক সংকীর্ন হতে থাকে, দূরত্ব তৈরী করে কঠিনতর হয়ে যায়।

اَلْقَنَاعَةُ كَنْزٌ لَا يَفْنٰى (বায়হাকী, আয যুহদ-২/৮৮)

আলোচ্য হাদিসের অংশের দ্বারা প্রমাণ করে অল্পতুষ্টিতা হল সুন্দর জীবিকা নির্বাহের গুপ্তধন এবং কল্যাণকর পথ। আর লোভ হল ক্ষতিগ্রস্থতা ও অধঃস্থতার কেন্দ্র।

তৃতীয় ফল হল = লোভ, এটা আত্মশুদ্ধিতাকে ভেঙ্গে চুড়মার করে দেয়। আখেরাত সংশ্লিষ্ট আমলসমূহকে আক্রমন করে। কেননা একজন তাকৃওয়াকারীর মধ্যে যদি লোভ থাকে তখন ঐ লোভ মানুষের আকর্ষন তার প্রতি চায়। মানুষের আকর্ষন অন্বেষনকারী কখনও পূর্ণাঙ্গ এখলাছের অধিকারী হতে পারে না। এই বিষয়টা খুবই গুরূত্বপূর্ণও খুবই মনোযোগ দৃষ্টিপাতকারী।

সারকথা হল- অপচয়, অতুষ্টিতার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। আর যখন অতুষ্টি পাওয়া যাবে; তখন কাজ করার অনীহা সৃষ্টি হয়। অলসতায় আবদ্ধ হয়। জীবনের প্রতি মুহূর্তে অভিযোগের দরজা খুলে দেয়। সার্বক্ষণিক আপত্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে **ব্যাখ্যা**- যে কোন অপচয়কারীর সাথে দেখা করনা কেন সার্বক্ষণিক তার কাছ থেকে অভিযোগ শুনতে পাবে। যতই ধনবান লোক হোক না কেন, অভিযোগ তার ভাষায় পরিণত। একজন দরিদ্রের প্রতি দেখ, যদি সে অল্পতুষ্টি হয় দেখবে তার কাছে কেবল শুকরিয়া শুনতে পাবে।

এবং লোভ এখলাছ কেও নষ্ট করে দেয়। লোক দেখানোর দরজা খুলে দেয়। যেমন লোভ ইজ্জত নষ্ট করে, ভিক্ষাবৃত্তির পথ দেখিয়ে দেয়। এই জায়গায় যদি মিতব্যয়ীতা পাওয়া যায় তাহলে অল্পতুষ্টিতা আগ্রহী করে তুলে।

عَزَّ مَنْ قَنَعَ ذَلَّ مَنْ طَمَعَ --------- (আজ্জাবিদি-২২/৯০)

আলোচ্য হাদীসের অংশ বুযাচ্ছে যে, অল্পতুষ্টিতা ইজ্জত নিয়ে আসে। এবং প্রচেষ্টা ও কাজে উৎসাহ প্রদান করে। আগ্রহ, শক্তি বাড়িয়ে দেয়। কাজ করতে থাকে। কেননা যেমন একদিন কাজ করেছে, সন্ধ্যায় গ্রহণকৃত পারিশ্রমিক এর তরে অল্পতুষ্টি থাকা দ্বিতীয় দিন আবার কাজ করে। আবার অপচয়কারী যদি হয়; অল্পতুষ্টি না হওয়ার কারণে দ্বিতীয় দিন আর অল্প পারিশ্রমিকে কাজ করবে না। যদি কাজ করেও আগ্রহহীনভাবে করে। আবার মিতব্যয়ীতা থেকে আগত তুষ্টি কৃতজ্ঞতার দরজা খুলে দেয়। অভিযোগের দরজাকে বন্ধ করে দেয়। জীবনে সার্বক্ষণিক একজন কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হয়। এবং অল্পতুষ্টিতার মাধ্যমে মানুষদের কাছ থেকে কিছু না চাওয়ার দৃষ্টিতে দৃষ্টি আকর্ষন করে না। এখলাছের দরজা উন্মোক্ত হয়, রিয়া (লোক দেখানোর) দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

অমিতব্যয়ীতা এবং অপচয়ের কঠোরতর ক্ষতিসমূহকে প্রশস্থ এক অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেছিলাম। এটা এমনটি যে, আমি নয় বছর পূর্বে পবিত্র একটি শহরে আসলাম। ঠান্ডার ধরূন ঐ শহরের ধন সম্পদের উৎসগুলো দেখতে পেলাম না। আল্লাহ রহমত বর্ষন করূন– ঐ শহরের মুফতি সাহেব কয়েকবার আমাকে বলিলেন যে, "আমাদের বাসিন্দাগণ গরীব এই কথাটি আমার সূক্ষ অনুভূতিতে স্পর্ষ করল। পাঁচ ছয় বছর পর্যন্ত সার্বক্ষণিক ঐ শহরের লোক সকলের জন্যে ব্যথিত হচ্ছিলাম। আট বছর পর গ্রীষ্মের কালে আবার ঐ শহরে আসলাম। এখানকার বাগানগুলোকে দেখলাম। মৃত মুফতি সাহেবর কথাটি আমার মনে পড়ল। আর ছুবহানাল্লাহ আমি

বলিলাম। এই বাগান গুলোর ফলমূল শহরের প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি। এই শহরের মানুষগুলো এখন অনেক ধনবান হওয়া জরূরী এভাবে ভেবে আশ্চর্য হলাম। আমাকে ধোকা দেয় নাই এবং এমন হাকিকাত সমূহের বুঝ হওয়ার একটি পথ প্রদর্শক হওয়ার বাস্তবিক সুক্ষচিন্তার দ্বারা বুঝলাম যে অমিতব্যয়ীতা ও অপচয়ের কারণে বরকত উঠে গিয়েছে এমন যে, এক পরিমাণ ধনসম্পদের অবস্থানের সাথে সাথে ঐ মৃত মুফতি সাহেব বলেছিলেন "আমাদের লোকজন গরীব"। হাঁ, যাকাত দিলে মিতব্যয়ী হলে মাল সম্পদে পরিক্ষিতভাবে বরকত হওয়ার ন্যায় অপচয় করলেও তার সাথে যাকাত না দিলে বরকত উঠে যাওয়ার কারণ হওয়ার ব্যাপারে অসংখ্য ঘটনা রয়েছে।

ইসলামী দার্শনিকদের এবং চিকিৎসকদের শেখ এবং দার্শনিকদের উস্তাদ প্রশিদ্ধ ব্যক্তি আবু আলী ইবনে সিনা, কেবল চিকিৎসার দৃষ্টিতে

كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لَا تُسْرِفُوا (আরাফ ৩১) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন যে,

جَمَعْتُ الطِّبَّ فِى الْبَيْتَيْنِ جَمْعًا وَ حُسْنُ الْقَوْلِ فِى قَصْرِ الْكَلَامِ

فَقَلِّلْ اِنْ اَكَلْتَ وَ بَعْدَ اَكْلٍ تَجَنَّبْ وَ الشِّفَاءُ فِى الْاِنْهِضَامِ

وَ لَيْسَ عَلَى النُّفُوسِ اَشَدُّ حَالًا مِنْ اِدْخَالِ الطَّعَامِ عَلَى الطَّعَامِ

অর্থাৎ চিকিৎসা বিজ্ঞানকে দুই লাইনে ব্যাখ্যা করব, আর তার কথার সংক্ষেপন তার স্বাক্ষর প্রমাণ করে । আর তা হল, খাবারের সময় কম করে খাও, খাবারের পর চার পাচ ঘন্টা যাবৎ অন্য কিছু খেয়ো না, শিফাহল হজমের মধ্যে অর্থাৎ সহজতর ভাবে হজম করতে পার ঐ পরিমাণ খাও, নফস ও পাকস্থলীর সবচেয়ে জটিল ও ক্লান্তিকর অবস্থা হল খাবারের উপর খাবার খাওয়া (**ব্যাখ্যা** -অর্থাৎ শরীরের জন্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর চার পাঁচ ঘন্টা বিরতি না দিয়ে খাবার এর সাথে আবার খাবার অথবা স্বাদের জন্যে ভিন্নমুখী খাবারকে একটার পর আরেকটা খেতে থাকা ও পাকস্থলীকে ভর্তি করতে থাকা।)

রেফঃ লাম'আলার ১৩৯

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

ভাগ্য/তকদীরের বার্তা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهٗ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ * وَ كُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِى اِمَامٍ مُبِينٍ

আমার কাছে প্রত্যাক বস্তুর ভান্ডার রয়েছে। আমি নির্দিষ্ট পরিমানেই তা অবতরণ করি। আমি প্রত্যেক বস্তু স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত করে রেখেছি। (হিজর-২১) (ইয়াছিন-১২)

(ভাগ্যের সাথে ইচ্ছাশক্তি এই দুটি তাৎপর্যময় মাস'আলারই অন্তর্ভুক্ত চারটি আলোচনার মধ্যে কয়েকটি রহস্যাবলীকে উন্মুক্ত করতে আমরা চেষ্টা করব।)

প্রথম আলোচনাঃ

নিয়তি এবং ইচ্ছাশক্তি, ইসলামীয়াতের এবং ঈমানের চূড়ান্ত সীমা প্রদর্শনকারী অবস্থাসূচক এবং উপলব্ধিমূলক অংশ বিশেষের মধ্য থেকে একটি বিষয়। নতুবা এদুটি বিষয় জ্ঞানসম্বন্ধীয় এবং নাযারি বা তত্ত্বীয় নহে। অর্থাৎ মুমিন ব্যাক্তি যে, সকল কিছুকে এমন কি তার কর্মকে, অন্তরের রুচিগতিকে জানাবে হক্ব আল্লাহকে প্রধান করে করে, সুদূর পরিশেষে কষ্ট চাপ ও দায়ভার থেকে নিস্কৃতি না পাওয়ার জন্য ইচ্ছা শক্তির সম্মুখে এসে দাড়ায়। তখন ইচ্ছা স্বাধীনতা ব্যাক্তিকে তোমার দায় ও ভার রয়েছে বলে। এর পরে, ব্যাক্তি থেকে সংঘটিত হওয়া ভাল কর্মসমূহ ও চমৎকার আমলসমূহ এর সাথে দাম্ভিক না হওয়ার জন্যে ভাগ্য সামনে এসে দাড়ায়। ভাগ্য বলে, তোমার সীমারেখা তুমি জানা জরুরী, ভাল কর্মের কর্তা তুমি নহে। হ্যাঁ-- ভাগ্য, ইচ্ছাশক্তি; যেগুলো ঈমান ও ইসলামী রীতির চূড়ান্ত স্থরে বলবত-- । আমিত্য থেকে এবং ইচ্ছাশক্তির দায়ভারহীনতা থেকে রক্ষার জন্যে ঈমানের মাসআলা সমূহে এগুলো প্রবেশ করছে। নতুবা উদ্ধত, প্ররোচক আত্মাসমূহের কৃত অপরাধ সমূহের দায়ভার থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য ভাগ্যের প্রতি দোষ চাপায়, এবং তাদের ক্ষেত্রে উপকারী হওয়া ভাল কর্মসমূহের বড়াই করতে, অহংকার করতে, ইচ্ছাশক্তির প্রতি নির্ভর করতে, এটা, ঐটা আমি করেছি বলে বলে ভাল গুণগুলোকে তার নিজের দিকে সম্বুদন করে।যা সর্বোপরি ভাগ্যের রহস্যের প্রতি এবং ইচ্ছাশক্তির হেকমতের প্রতি বিরোধপূর্ণ এক গতিময়তার হেতু হওয়া ব্যাপার, যা জ্ঞান সংক্রান্ত কোন বিষয় নহে।

হাঁ, আধ্যাত্মিকভাবে পদোন্নতি করে নাই এমন অন্তর সমূহের দুকানে এবং জনসাধারণের কথাবার্তার মধ্যে ভাগ্যের প্রচলন বেশী বিদ্যমান। কিন্তু এটাও অতীতকালীন এবং মুসিবত সমূহের মধ্যে এরকম যে, হতাশা ও দুশ্চিন্তার ঔষধ স্বরূপ। নতুবা ভাগ্যের এই বহুল ব্যবহার গোনাহ সমূহের এবং ভবিষ্যৎকালীন নহে এ রকম যে, মুর্খ নির্লজ্জতা এবং বেকারত্বের কোন কারণ হতে পারে। অর্থাৎ ভাগ্যের মাস'আলাটি কষ্ট চাপ এবং দায়ভার থেকে রক্ষা করার বিষয় নহে। বরং গৌরব এবং দাম্ভিকতা থেকে রক্ষা করা এমনটি যে, এই ভাগ্যের বিষয়টা ঈমানের ভিতরে প্রবেশ করেছে। ইচ্ছা-শক্তি যেটি গোনাহ সমূহের প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল এমনটি যে, আকীদা, আস্থার মধ্যে প্রবেশ করেছে। নতুবা, চমৎকার কর্মসমূহের উৎপত্তিস্থল হয়ে ফেরাউনীকর্ম করার জন্যে নহে।

হাঁ, ক্বোরআনে উল্লেখ করার ন্যায়ঃ মানুষ তার মন্দ কর্মের জন্যে পুরোপুরিভাবে দায়ী (নিসা ৭৯) । কেননা পাপের ইচ্ছাকারী সে নিজে। পাপ কর্ম বিনাশের প্রকার থেকে হওয়ার কারণে, মানুষ একটি পাপের দ্বারা অনেক ধ্বংসকরণ কর্ম করতে পারে। অনাকাঙ্খিত কোন শাস্তির অধিকার উপার্জন করে। একটি ঈর্ষাপূর্ণ মেছের কাঠি দিয়ে পূর্ণ একটি ঘরকে জ্বালানোর ন্যায়। কিন্তু অপরদিকে উত্তম কর্মসমূহে, তার কোন প্রকার অহংকার করে কথাবলার অধিকার নাই। আছে তবে খুবই নগন্য, সীমিত। কেননা ভাল কাজের ইচ্ছুক, এবং দাবীর অধিকারী এলাহীর রহমত এবং ভাল কাজের সৃষ্টিকারী মহান রবের ক্ষমতার কেবল অধিকার রয়েছে। প্রশ্নকারী ও উত্তরদাতা, আহবানকারী ও মাধ্যম, দুনোটিই আল্লাহর থেকে (নিসা ৭৯) । মানুষ কেবল দোয়ার দ্বারা, ঈমানের দ্বারা, অনুভূতির দ্বার, সন্তুষ্টির দ্বারা ভাল কর্মের নগন্য অধিকারী হয়। কিন্তু মন্দ কর্মে আগ্রহী কামনা, এটা মানুষের অন্তর সম্পর্কিত দায়বদ্ধকৃত বিষয় (হয় এটা তার যোগ্যতার দ্বারা অথবা- ইচ্ছার ধারা করে বলে এর জন্যে নিজে দায়ী)। যেমনটি **সাদা, সুমার্যিত সূর্যের রুদ্র থেকে অনেক অঙ্গ-বিশেষ অংশ কালো**

বা নষ্ট হয়ে যায়। ঐ কালচাটে তার যোগ্যতার ওপর সম্বন্ধিত। কিন্তু ঐ কালচাটে, অনেক ফায়দাবলীকে অন্তর্ভূক্তকরণ এক কানুনে এলাহির দ্বারা সৃষ্টিকারী ঘুরে ফিরে আবার আল্লাহ। অর্থাৎ মাধ্যমতা এবং প্রশ্ন, অন্তর থেকে এমনভাবে আগত যে, দায়ভার সে বহন করবে। জনাবে হক্বের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া সৃষ্টি ও অস্তিত্যদান যদি হয়, তাহলে আরও সুন্দর ফলাফল এবং ফলসমূহ হওয়ার কারণে সুন্দর্যমন্ডিত, উপকারকৃত হয়। তাই এই পংক্তি থেকে স্পষ্ট যে **মন্দকে অর্জন করা হল মন্দ মন্দকে সৃষ্টি করা মন্দ নহে**। যেমন-অসংখ্য উপকারকে ধারণকারী **বৃষ্টি থেকে কোন ব্যক্তি অলসতার দরূন ক্ষতির একটা দিক বুঝতে পেরে এভাবে বলতে পারে না যে "বৃষ্টি রহমত নহে**। হাঁ, সৃষ্টি ও উদ্ভাবনে এক খন্ডবিশেষ মন্দের সাথে সীমাহীন উপকারিতা বিদ্যমান থাকে। অংশ বিশেষ একটি মন্দের জন্যে অসংখ্য উপকারীতাকে তরক করা আরও বড়, অসংখ্য মন্দ কর্ম হবে। ফলে ঐ অংশ বিশেষ মন্দটি ভালো এর আওতায় চলে আসে। এলাহীর সৃষ্টিতে মন্দ ও নিকৃষ্টতা নেই। বরং ব্যাপারটা বান্দার ব্যবহার ও যোগ্যতার সাথে সম্পর্কিত।

একইভাবে, যেমন এলাহীর নির্ধারিত ভাগ্য যা পরিনাম ও ফলসমূহের বিবেচনায় খারাপ ও মন্দ থেকে পবিত্র। ঐভাবেও কারণ ও মাধ্যম এর দৃষ্টিতেও অত্যাচার এবং বীভৎসতা থেকে পবিত্র। কারণ হল, ভাগ্য মৌলিক কারণসমূহকে দৃষ্টিপাত করে। এভাবে বিচার করে। কিন্তু মানুষগন, বাহ্যিক দর্শনীয় কারণ সমূহকে নির্দেশনাতে ভিত্তি স্থাপন করে করে চিন্তা করে। ভাগ্যের ক্ষেত্রে একই বিচারের তরে অত্যাচারে নিমজ্জিত হয়। উদাহরণ হিসেবে বিচারক তোমাকে চুরির অপরাধে হুকুম প্রদান করত জেলখানায় পাঠিয়েছে। অথচ তুমি চুরি কর নাই। কিন্তু কেউই জানে না তোমার গোপন এক হত্যা করার অপরাধ রয়েছে। তাই কদরে-ইলাহীও তোমাকে ঐ জেলে যাওয়ার ব্যাপারের সাথে হুকুম দিয়েছে। কিন্তু ভাগ্য, তোমার ঐ গোপন হত্যার উপর হুকুম হিসেবে বিচার করেছে। যদিও বিচারক (মানুষ) তোমাকে চুরির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে অথচ তুমি দৃশ্যত চুরির ব্যাপারে নিরপরাধ। সুতরাং একটি বস্তুতে দুটি দৃষ্টি-কোণের সাথে ভাগ্য ও এলাহীর সৃষ্টির বিচারালয় এবং মানব ব্যবহৃত, জুলুমকে দেখার ন্যায় অনান্য বস্তুসমূহ এটাকে তুলনাকৃত যুক্তি খাঠাও। অর্থাৎ ভাগ্য ও এলাহির সৃষ্টি, যা শুরু ও শেষ, মূল ও কৃত্রিম, কারণ ও পরিণতি সমূহের বিবেচনার দৃষ্টিতে নিকৃষ্টতা, অকল্যাণ, এবং জুলুম থেকে পরিচ্ছন্ন, পবিত্র।

এখন যদি বলা হয়ঃ যেহেতু جزء اختياري (ইচ্ছা শক্তি) এর ব্যাপারটা সৃষ্টিকৃত নহে (ইচ্ছাশক্তি সৃষ্ট কিছু নহে) কেবল মানুষের ইচ্ছাশুরুর এক ঝোঁক মাত্র (ميل)। আর এটা একটি বিবেচনার প্রবণতার আওতায় হওয়া এক অর্জন যা থেকে অন্য ব্যক্তির হাতে কিছু অস্তিত্যময় হিসেবে ক্বোরআনে মু'জীযুল বায়ানে উল্লেখ হওয়াকৃত; আছমান সমূহের জমিনের স্রষ্টার প্রতিপক্ষ এই বিবেচনার প্রবণতার ইচ্ছাশক্তি বহনকারী মানুষকে শত্রু ও দুশমনের ন্যায় স্রষ্টার পক্ষ থেকে একটি অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে? এমনকি জমিন আসমান সমূহের মালিক আল্লাহ্ মানুষের বিবেচনার প্রবণতার আওতায় হওয়া এক অর্জন কার্যক্রম থেকে অপরাধীর অভিযোগ করছেন। ঐ শত্রু হওয়া মানুষের সম্মুখে বান্দা মু'মীন হলে তাহাকে সাহায্য করার জন্যে নিজেকে এবং ফেরেস্তাদেরকে তিনি ব্যাখ্যা করচ্ছেন। এই ঝোঁকদারী ইচ্ছা শক্তিকে অসংখ্য গুরূত্ব দিচ্ছেন। মহান রব নগন্য বিষয়কে কিভাবে তিনি এত গুরূত্ব দিচ্ছেন?

উত্তরঃ কেননা– কুফুরী, গুনাহ, অশ্লীলকর্ম এগুলো ধ্বংসাত্মক, অস্তিত্যহীন। বহ্যতঃ বিশাল বিনাশ এবং সীমাহীন অনুপস্থিতিসমূহ মাত্র। মানুষের একটি বিবেচিত নির্দেশের ও অস্তিত্যহীনতার প্রতি এটা একত্রিত হয়ে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, যেমন অনেক বড় একটি জাহাজের কান্ডারী যদি সে তার কর্তব্য আদায় না করে ফলে জাহাজ ডুবে যায়, তাহলে ঐ জাহাজে কর্মরত সমস্ত কর্মচারীদের প্রচেষ্টা বিফলে যাবে। এই পূর্ণ

বিনষ্টের দায় একজন ব্যক্তির সাথে জড়িয়ে প্রতিষ্ঠা পায়। একইভাবে, কুফুরী ও গুনাহ অনস্থিত্য ও ধ্বংসশীলতার প্রকার থেকে হওয়ায় মানুষের ইচ্ছাশক্তি একটি বিবেচিত কল্পনার নির্দেশের সাথে মিলে তাদেরে চলিত করে বিস্ময়কর প্রতিফলের কারণ হতে পারে। যদিও কুফুর স্থির একটি অপরাধ। কিন্তু এই কুফুরির দ্বারা সমস্ত কায়েনাতকে অমূল্যায়নের সাথে এবং অবজ্ঞার সাথে অবহেলা করা এবং একত্ববাদের প্রমানাদীর দ্বারা দেখানো সমস্ত সৃষ্টি সমূহকে মিত্যা প্রতিপন্ন করা এবং সমস্ত সিফাতি নাম সমূহের ঔজ্জলতাকে হেয় প্রতিপন্ন করা থেকে সমস্ত কায়েনাত এবং সৃষ্টি সমূহ ও এলাহীর ইলিম সমূহের নামের সাথে দ্রুহীতা করার কারনে জনাবে হক্ব আল্লাহ কাফির থেকে শক্তভাবে অভিযোগ এবং কঠোরতর ভয় প্রদর্শন করাটা একই পদ্ধতির হিকমত এবং চিরস্থায়ী শাস্তি প্রদান করাটা একই রকমের সুবিচার। যেহেতু মানুষ কুফুর এবং গুনাহের মাধ্যমে অনিষ্টতার দিকে যাচ্ছে। অল্প এক মন্দ পরিশ্রমে অনেক ক্ষতিকর কিছু করতে পারে। এই জন্যে আহলে ঈমান তাদের বিপরীত জনাবে আল্লাহর সুমহান অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী। কেননা-দশজন শক্তিশালী মানুষ, একটি ঘরের হেফাজতের ক্ষেত্রে এবং মেরামতে যদি ভার গ্রহণ করে, আর দুষ্ট কোন শিশুর ঐ ঘরে আগুন লাগানো সহজ, এই অগ্নী ধ্বংসের বিপরীত ঐ শিশুর তত্ত্বাবধায়কের কাছে অথবা বাদশাহর কাছে বিচারাধীন হওয়া, আবেদন করতে বাধ্য হওয়ার ন্যায়, মু'মীনদের ও ঐ রকম বেআদব, গুনাহগারদের বিপরীত ভারসাম্যতা রক্ষার জন্যে জনাবে হক্বের অসীম অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী তারা থাকেন।

সারাংশঃ- যদি ভাগ্য এবং ইচ্ছা-শক্তি নিয়ে কথা বলা ব্যক্তি আহলে-হুজুর এবং কামালে-ঈমানের ব্যক্তি হয়; তাহলে সে কায়েনাতের এবং জনাবে হক্বের প্রতি তার অন্তর উৎসর্গীত হবে। আল্লাহর ব্যবস্থাপনাকে জানতে পারবে। ঐ সময় ঐ লোকটার অধিকার রয়েছে ভাগ্য ও ইচ্ছাশক্তি নিয়ে কথা বলার। কেননা সে যেহেতু তার নফস ও অন্য সকলকিছুকে মহান আল্লাহর থেকে প্রদানকৃত এটা জানে তাই ঐ সময় ইচ্ছাশক্তিকে ভিত্তি করতঃ জবাবদিহিতা ধারণ করে। গুনাহের ভার গ্রহণ করে স্রষ্টাকে পবিত্র করে। এবাদতের আওতায় থেকে খোদায়ী বিচারকে (শাস্তি) তার নিজ জিম্মায় মেনে নিয়ে নেয়। একইভাবে, নিজ থেকে উত্তম কর্ম প্রকাশ পাওয়া কামালাত এবং হাসানাত এর সাথে দাম্ভিকতা না করার জন্যে ভাগ্যের দিকে থাকায়, অহংকারের স্থলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। স্বীয় ক্ষেত্রে আগত মুসিবত সমূহের প্রতি ভাগ্যের দর্শন পায়। ধৈর্য ধারণ করে। যদি ভাগ্য ও ইচ্ছা শক্তি সম্পর্কে আলোচনাকারী ব্যক্তি আহলে গাফিল হয়; তাহলে ঐ সময় নিয়তি ও ইচ্ছাশক্তি নিয়ে কথা বলার তার অধিকার নাই। কেননা প্ররোচক নফস (নফসে আম্মারা) গাফলত অথবা ভ্রষ্টতা বহন করতঃ দুনিয়াকে কারণ দেখিয়ে আল্লাহর মালকে ভাগ্য এবং ইচ্ছা-শক্তিতে বণ্ঠন করে নিজে নিজেকে মালিক স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করে। কর্মকে তার নিজের প্রতি এবং মাধ্যম সমূহের প্রতি সম্বোধন করে। আর জবাবদিহিতা ও ক্রটিসমূহকে ভাগ্যের হাওলা করে। ঐ সময় পরিশেষে জনাবে হক্বকে দেওয়া হবে এমন ইচ্ছাশক্তি এবং সর্বোচ্চ চূড়ান্ত দৃষ্টিপাতের কারণ হওয়া ভাগ্যের আলোচনাও একেবারেই অর্থহীন হবে ।

দ্বিতীয় আলোচনাঃ

আলোচনাটি আহলে ইলিমের বা জ্ঞানীদের সাথে সংশ্লিষ্ট (**ব্যাখ্যা-** এই দ্বিতীয় আলোচনাটি প্রচন্ড গভীর ও জটিল একটি বিষয়। সমস্ত মুহাক্কিক উলামাদের মতে এটি সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ এবং বিতর্কপূর্ণ একটি ইলমে আকাইদের মাস-আলা রিছালে নূর এই মাস-আলাকে বিচক্ষণতার সাথে পূর্ণাঙ্গভাবে সমাধান করেছে।) ইহা জ্ঞানের একটি ধারালো গবেষণালব্ধ বিষয়।

যদি তুমি প্রশ্ন কর যে, ভাগ্যের সাথে ইচ্ছা শক্তির কিভাবে সমন্বয় সাধন করা হবে।

উত্তরঃ সাতটি কারণের দ্বারা সমন্বয় সাধন করা হবে.....

প্রথম কারণঃ অবশ্যই কায়েনাতের বিন্যাস এবং মানদণ্ডের গতিময়তার সাথে হিকমত ও আদালাতের প্রতি শাহাদাত প্রদানকারী এক আদিলে-হাকিম, যিনি মানুষের জন্যে কল্যাণ ও শাস্তির কারণ হবেন, যার সূক্ষ্ম তাৎপর্য অজানা এমন এক ইচ্ছা-শক্তি দান করেছেন। ঐ আদিলে-হাকিমের অফুরন্ত হিকমত সমূহকে আমাদের না জানা থাকার ন্যায়, এই ইচ্ছা-শক্তির ভাগ্যের সাথে কিভাবে তিনি ভারসাম্যতা রক্ষা করাচ্ছেন আমাদের না জানাটা এটা প্রমাণ করে না যে ইচ্ছা শক্তির সাথে নিয়তির কোন ভারসাম্যতা নেই।

দ্বিতীয় কারণঃ প্রয়োজনের তাকিদে সকলেই নিজেদের মধ্যে একটি ইচ্ছার ব্যাপার অনুভব করে। আর ঐ ইচ্ছার অস্তিত্যকে ভাবোদ্দীপক, উপলব্ধিমূলক ভাবে জানে। সৃষ্টি সমূহের সুক্ষ-রহস্য জানা হল আলাদা বিষয়। একিভাবে, অস্তিত্যকে জানা ও পৃথক বিষয়। এখানে অনেক কিছুর হিকমত বিদ্যমান রয়েছে। সে গুলোর অস্তিত্য আমাদের দৃষ্টিতে তাৎক্ষণিক হওয়ার ধরুন তার সুক্ষ, তাৎপর্য আমাদের কাছে অচেনা অজানা ....তাই এই ইচ্ছা শক্তিও ঐগুলোর সারিতে প্রবেশ করতে পারে। সবকিছু আমাদের জ্ঞাত বিষয় সমূহে সীমাবদ্ধ নহে। ইলিম না থাকাটা এর না হওয়াকে প্রমাণ করে না। (মাহিয়্যাত, মাহাত্ম আল্লাহ জানেন মানুষ কেবলমাত্র সুরত জানে)।

তৃতীয় কারণঃ ইচ্ছা শক্তি এটা ভাগ্যের বিপরীত নহে। বরং ভাগ্য ইচ্ছাকে, জোরদার সমর্থন করে। কেননা ভাগ্য হল ইলমে-এলাহীর একটি মাহাত্মময় প্রকার। আর ইলমে-এলাহী আমাদের ইচ্ছা শক্তির সাথে ঝুলিয়ে সংশ্লিষ্ট হয়েছে। আর যখন এমনটি বাস্তবতা, তখন ইচ্ছাশক্তি ভাগ্যকে সমর্থন করছে। প্রত্যাখ্যান করছে না।

চতুর্থ কারণঃ ভাগ্য হল জ্ঞানের প্রকার থেকে একটি। আর ইলিম হল মা'লুমের (জ্ঞাত বিষয়ের,বস্তুর) অনুগত। অর্থাৎ- কিছু একটা কিভাবে হবে, এই রকম প্রশ্ন উত্তরের সম্পর্কে সম্পর্কিত হচ্ছে। নতুবা জ্ঞাত বিষয় (মা'লুম) ইলমের অনুগত নহে। অর্থাৎ ইলিম এর কার্যক্রম; যা এই মা'লুম (ঘটিত অস্তিত্ব সমূহ) এর বাহ্যিক অস্তিত্যের ক্ষেত্রে পরিচালনা বা চাপ সৃষ্টিকারী হিসেবে মূল ভিত্তি নহে। কেননা = মা'লুমের (জ্ঞাত বিষয়/বস্তুর) সত্বা এবং বাহ্যিক অস্তিত্য, ইচ্ছার প্রতি অনুসারী এবং এর সাথে কুদরতকে (ভাগ্যকে) সংযোজিত করে। এমনকি   চিরন্তন; এটা এমন গুণ যা অতীতের ধারাবাহিকতার কোন এক প্রারম্ভ নহে বস্তুর অস্তিত্যে ভিত্তি করত: এর অনুসারে যেন একটি বাধ্যগত চিত্র চিত্রায়িত করে। বরং ازل (আযাল) হল এমন গুণ যে গুণে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে একত্রে রাখে। উপর থেকে দৃষ্টিপাতকারী একটি আয়নার মতন ব্যাপারটি (যেন আয়নার নীচে সকল কালকে এক সাথে দেখা যায়)   । আর যদি এমনি হয়, তাহলে সৃষ্টিকুলের ভিতরে দূরবর্তী বিগত কালের বা অতীতের মধ্যে এক দুই এমনটি কল্পনা করতঃ এটাকে আযাল (সীমাহীন) বলে ঐ আযাল ইলিমকে বস্তুর ধারাবাহিকতার সাথে প্রসিদ্ধ হওয়াটা এবং নিজেকে তার বাহিরে অবস্থানরত হিসেবে ধারণা করাটা ঐ দৃষ্টিতে বিচার বিবেচনা করা এটা হাক্বিক্বাত নহে।

এই রহস্যকে উন্মোক্ত করার জন্যে আগত উদাহরণটি লক্ষ কর। তোমার হাতে একটি আয়না রয়েছে। ডান পার্শকে অতীতকাল ধরে; বাম দিকটাকে ভবিষ্যত হিসেবে যদি মেনে নেওয়া হয়; তখন ঐ আয়নাটি কেবল তোমার সম্মুখেই বিদ্যমান, আর ঐ দুই দিক একটি তার দিকে রাখে, সবদিক এক সাথে রাখে না। ঐ আয়নাটি এখন যে পরিমাণ নিম্নে থাকবে তা অনুযায়ী অল্প দেখা যাবে। কিন্তু যদি ঐ আয়নার সাথে আমরা

উপরে উঠি তখন ঐ আয়নার বিপরীত চিত্র প্রশস্থ হতে থাকবে। এভাবে উপরে যদি উঠতে থাকে, তখন সকল দিক দুই দিকের (অতীত বর্তমান ভবিষ্যত) বিবেচনায় এক দিকে রূপান্তর হয়ে যাবে। ডান ও বাম সব এখন আমাদের নিচে (সকল কাল আয়নার ভিতরে)। অতএব: এই আয়নার এই অবস্থানের চিত্রায়িত করণের তরে, ঐ দূরত্বের মধ্যে চলিত হওয়ার অবস্থা পরস্পরের ক্ষেত্রে এটা পূর্বে এটা পরে এটা উপযোগী এটা অনুপযোগী এরকম বলা যাবে না। যেখানে শেষ ও শুরু এখন এক হয়ে গেছে। ফলে ভাগ্য আযালী-ইলিম থেকে হওয়ার ধরূন হাদীস শরীফের রেওয়ায়েতের ব্যাখ্যার সাথে; চূড়ান্ত উচ্ছ দৃশ্য থেকে আযাল থেকে আবাদ পর্যন্ত প্রত্যেক বস্তু, হয়েছে এবং হবে একত্রে রাখে, এটা বেষ্টিতকৃত এমন এক মাকামে আ'লা (সুউচ্চ স্থর)"। আমরা এবং আমাদের ধারণ ক্ষমতা, ভাগ্যের বাহিরে হতে পারিনা যে, যেন অতীতের দূরত্বের মধ্যে একটি আয়নার আকৃতি হয়। (তাই এমন আয়নার ক্ষমতা আযালি-আবাদি আল্লাহ্‌র জন্যে বিশেষায়িত, তার কাছে নিয়ন্ত্রিত)

পঞ্চম কারণঃ ভাগ্য বা মাধ্যম এর সাথে ঘটনার সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ এই ঘটনা ঐ মাধ্যমে হবে। আর এরকম যদি হয় তাহলে বলা যাবে না যে, "যেহেতু অমুক ব্যক্তির মরন অমুক সময়ে সুনির্দিষ্ট আছে, তাই মারা গিয়েছে। ইচ্ছা শক্তির মাধ্যমে বন্দুকের গুলি ব্যবহারকারী ব্যক্তির দ্বারা যে মৃত্যু ঘটেছে বন্দুকের গুলি ব্যবহারকারীর কি অপরাধ রয়েছে,গুলি না করলেও তো ঐ লোক ঐ সময় মারা যেত"?

প্রশ্নঃ কেন বলা যাবে না এমনটি?

উত্তরঃ কারণ, ভাগ্য, তার মৃত্যুতে ঐ গুলির সাথে সুনির্দিষ্ট ছিল। এখন যদি গুলি না করাটাকে মেনে নেই, তখন তুমি ভাগ্যের সম্পর্ককে তার সাথে নেই মনে করচ্ছ। এমনটি করলে তার মৃত্যুকে কারণ হিসেবে কিসের আওতায় আনবে। তখন হয় জাবরিয়া জামাতের ন্যায়; মাধ্যমকে পৃথক ঘটনা পৃথক বিষয়, একেকটিকে ভাগ্য হিসেবে কল্পনা করবে। নতুবা মু'তাজিলা জামাতের ন্যায় ভাগ্যকে অস্বীকার করবে।

পরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতকে ছেড়ে দিয়ে পথভ্রষ্ট দলের অন্তর্ভুক্ত হবে। এমনটি হলে আমরা আহলে হক্ব বলি যে, যদি গুলি না করত তাহলে আমাদের মতে বিষয়টা মাজহুল (অজানা)। জাবরিয়ারা বলে গুলি না করলেও লোকটি মারা যেত। আবার মু'তাজিলারা বলে গুলি না করলে লোকটি মারা যেত না।

ষষ্ঠম কারণঃ (ব্যাখ্যা - এই অংশটুকু কেবল যোগ্য আলিমদের সাথে সংশ্লিষ্ট) ইচ্ছা শক্তির মূল উৎস হল ঝোঁক। প্রবণতা, ইমাম মা'তুয়ীদির মতে এই (ميل) ঝোঁকটা হল একটি বিবেচনার অংশ (মাখলুক নহে) বান্দাকে দেওয়া যেতে পারে। (বান্দার মাঝে বিদ্যমান)। কিন্তু ঈমাম আশ-আরী মতবাদে এটা একটি (মাখলুক) অস্তিত্যের দৃষ্টিতে লক্ষ করার কারণে বিচেনার অংশ (امر اعتباري)। কিন্তু এখন এটা হল ভাল মন্দের ব্যবহারের ভিত্তিতে। এই ঝোঁক, বিবেচনা-শক্তি মৃত বান্দাকে দেওয়া হয় নাই। এখন যদি এমনটি হয় তাহলে ঐ ঝোঁক ঐ ব্যবহার হবে একটি আপেক্ষিক নির্দেশনা যা (امر نسبي) এর মুহাক্কাক যার কোন বাহ্যিক অস্তিত্য নেই। (যেমন-সংখ্যাবলী) আবার যদি (امر اعتباري) (বিবেচনার নির্দেশনা) হয়, তাহলে (علة تامة) পরিপূর্ণ কারণ চাইবে না যে, পূর্ণ ইল্লাত অস্তিত্যের জন্যে দরকার ও প্রয়োজন এবং আবশ্যকীয়তা মধ্যভাগে প্রবিষ্ট হয়ে ইচ্ছাকে তুলে নেয়। বরং ঐ বিচেনার অংশ (امر اعتباري) র ইল্লাত একে উচ্চতার লেবেলে কোন অবস্থায় যদি আনে ক্বোরআন তাহাকে ঐ সময় বলতে পারে, যে এইটা মন্দ এটা কর না। হাঁ, যদি বান্দা কর্মের কর্তাক্ষেত্র পাইত এবং "সৃষ্টিতে ক্ষমতাবান হইতো ঐ সময় ইচ্ছা রহিত হত। কেননা, ইলমে উসুল ও হিকমতের মধ্যে (مَا لَمْ يَجِبْ لَمْ يُوجَدْ) উক্ত কায়দা প্রতিষ্ঠিত যে "কোন কিছু যদি আবশ্যক না হয় তাহলে এটা অস্তিত্যে আসবে

না, অর্থাৎ পূর্ণ ইল্লাত পাওয়া যাবে যা পরবর্তীতে অস্তিত্যে আসতে পারে। এখন যদি পূর্ণ ইল্লত পাওয়া হয়, চায় তাহলে (معلول) পরিণতি প্রয়োজন ও আবশ্যকতার দাবী রাখে।

এখন যদি বল যে, ترجيح কোন مُرَجِّحٌ (অগ্রাধিকার কোন অগ্রাধিকার প্রদানকারী ছাড়া) ব্যতিত অসম্ভব। যেখানে, ঐ ঝোঁক/বিবেচিত নির্দেশন কে আমরা বলি মানুষের কৃত অর্জন; যা কখনও কর্ম করতে না করার সংশ্লিষ্ট যা অগ্রাধিকার প্রদানকারীর দায়িত্ব বাহক কাউকে যদি পাওয়া না যায় তাহলে অগ্রাধিকার প্রদানকারী ছাড়া অগ্রাধিকার জরুরী হয়ে যায়। আর এটা অসম্ভব। আর এমনটি যদি হয় তাহলে কালাম শাস্ত্রের নীতির গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিকে জ্বালানোর নামান্তর.....?

উত্তরঃ تَرَجُّحٌ (তারাজ্জুহ) অগ্রাধিকার পাওয়া কোন অগ্রাধিকার প্রদানকারী (আল্লাহ) ছাড়া অসম্ভব। *** (ব্যাখ্যা)** (তারাজ্জুহ এবং তারজিহ পৃথক দুটি বিষয় অনেক পার্থক্য আছে)।

অর্থাৎ অগ্রাধিকার প্রদানকারীর, কারণবিহীন প্রাধান্যতা/সম্ভাবতা অসম্ভব। নতুবা অগ্রাধিকার কারণ/অগ্রাধিকার প্রদানকারী বিহীন (মানব ঝোঁক) জায়েয রয়েছে প্রমাণ ও আছে। ইচ্ছা একটি গুণ। তার মনস্থকরণ এমনিতে কর্মে দেখা যায়।

এখন যদি তুমি বল যে, যেহেতু হত্যাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তাহলে হত্যাকারীকে কেন হত্যাকারী বলা হয়?

উত্তরঃ কেননা ইলমে ছরফের কায়দা মোতাবেক ইসমে-ফাইল (কর্তাসূচক শব্দ) হল একটি আমরে-নিছবি (আপেক্ষিক নির্দেশনা) হওয়া মাছদার (শব্দমুল) থেকে আগত হয়। নতুবা কোন আমরে-ছাবিত (প্রতিষ্ঠিত নির্দেশনা) হওয়া মাছদার থেকে অর্জিত হয়ে নির্গত হয় না (ফাইল শব্দ নিজে নিজে মাসদার নহে, মানুষ এটাকে আল্লাহ্‌র মাখলুক মাসদার থেকে বানিয়েছে) । এখন এখানে উক্ত কর্তাসূচক শব্দের মাছদার হল আমাদের অর্জন (كسب)। তাই হত্যার উপাদি আমরা নিব। মাছদার দ্বারা নির্গত, এটা আল্লাহর মাখলুক। জবাবদিহিতাকে উপলব্ধিকরায় এমন বস্তু যা মাছদার দ্বারা নির্গত, অন্য শব্দ থেকে তৈরী হয় না।

সপ্তম কারণঃ মানুষের ইচ্ছা শক্তি এবং অভিপ্রায় আঁচ, এটা তীব্র দূর্বল একটি বিবেচনা ঝোঁক/নির্দেশনা। কিন্তু জনাবে হক্ব এক **হাকিমে মুতলাক্ব ঐ দূর্বল ইচ্ছা শক্তিকে কুল্লি ইচ্ছার সাথে একটি সাধারণ শর্ত লাগিয়ে দিয়েছেন**। অর্থাৎ প্ররোক্ষভাবে বলচ্ছেন যে, "হে আমার গোলাম! তোমার ইচ্ছায় যেখানে যেতে চাও আমি তোমাকে নিয়ে যাব, আর যেহেতু বিষয়টি এমন, তাই জবাবদিহিতা তোমার সাথে সংশ্লিষ্ট । সাদৃশ্যে কোন ভূল যেন না হয়, এটা হল তুমি একটি দূর্বল শিশুকে তোমার সম্মুখে যদি আন এবং তাহাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়ে, যদি তুমি বল যে, "তুমি কোথায় যেতে চাও আমি ওখান নিয়ে যাব। পরে বাচ্ছাও উচু এক পাহাড়ে যেতে চাইল, তুমি ও ওখানে নিয়ে গেলে, পরে বাচ্চা ঠান্ডা অনুভব করল অথবা পড়ে গেল। তখন অবশ্যই "তুমি চেয়েছিল এখানে আসতে এভাবে বলে তিরস্কার করতঃ তার গালে একটি চড় বসাবে। সুতরাং জনাবে হক্ব আল্লাহ, আহকামুল-হাকিমিন, প্রচন্ড দূর্বল হওয়া এক বান্দাকে, তার ইচ্ছাকে একটি প্রচলিত শর্তে ব্যবহার করতঃ কুল্লি- ইরাদা দিয়ে বান্দার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

মোট কথাঃ হে মানুষ! তোমার হাত অতি দূর্বল, এবং ধ্বংষকর্মে ও বিনাশকর্মে হাতকে অতি লম্বা এবং উত্তমকর্মে অতি খাটো, ইচ্ছা শক্তির নামে একটি ঐচ্ছিকতা রয়েছে। ঐ ঐচ্ছিকতার প্রথম বিন্দুকে এক হাতের প্রার্থনায় প্রদান কর যে, যেন তোমার সততার ধারাবাহিকতার একটি ফল হওয়া ঐচ্ছিকতা যেন জান্নাত পর্যন্ত

পৌছে এবং ফুল হওয়া ঐচ্ছিকতার ঝোঁক যেন সা'আদাতে আবাদিয়্যার প্রতি ঐ হাত লম্বা হয়। অন্য হাতে ইস্তেগফারকে দাও যে, এই হাত যেন মন্দ কর্ম থেকে খাটো হতে থাকে, এবং ঐ অভিশপ্তের বৃক্ষ হওয়া জাহান্নামের যাক্কুম (জাহান্নামের কন্টক বৃক্ষ) পর্যন্ত যেন না পৌছে। অর্থাৎ দোয়া ও তাওয়াক্কুল উৎকৃষ্টতার প্রবণতার প্রতি বড় এক শক্তি প্রদানের ন্যায় ইস্তেগফার এবং তাওবা এবং কু-প্রভৃতির ঝোঁককে কর্তন করে এবং বাড়াবাড়ি কে ভেঙ্গে চূড়মার করে।

তৃতীয় আলোচনা

ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস হল ঈমানের রূকন সমূহের থেকে একটি। অর্থাৎ সবকিছুই জনাবে হক্কের জ্ঞাত তাকদীরের (লিখিত নিওমের) সাথে অন্তর্ভূক্ত। ভাগ্যের আলোচনায় এত পরিমাণ অকাঠ্য দলীল সমূহ বিদ্যমান আছে যে, সীমা এবং পরিমানহীন। আমরা, সাদাসিদে এবং প্রাধান্য বিস্তারকারী এক পদ্ধতিতে এই ঈমানের রূকন কি পরিমাণ শক্তিশালী এবং প্রশস্থ রয়েছে এটা একটি প্রারম্ভিকার দ্বারা তুলে ধরছি।

প্রারম্ভিকাঃ প্রত্যেক বস্তু অস্থীত্যের পূর্বে এবং পরে লেখার ন্যায় যা আগত আয়াতে সৃষ্ট-

وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِى كِتَابٍ مُبِينٍ

এবং কোন আর্দ্র ও শুস্ক দ্রব্য পতিত হয় না; কিন্তু তা সব প্রকাশ্য গ্রন্থে রয়েছে। (আন- আম-৫৯)

এবং অসংখ্য কোরআনের আয়াত সমূহ ঘোষণা দিচ্ছে এবং এই কায়েনাত নামী কুদরতের বড় কোরআনের (দুনিয়ার) আয়াত সমূহ (প্রাণীকুল) ও এই ক্বোরআনের সাথে সম্পর্ক রীতিব্যবস্থা ও ভারসাম্যতা এবং সুবিন্যস্থতা এবং প্রতিকৃতি এবং অলঙ্করণ এবং চমৎকারের ন্যায় গঠন সৃষ্টির নিদর্শনাবলী সাক্ষী দিচ্ছে যে, সবকিছুই আসলে লিপিবদ্ধ। কিন্তু অস্তিত্ত্বে আসার পূর্বে সবকিছু লিখিত এবং নির্ধারিত হওয়ার প্রমাণ হল সমস্ত নীতিমালা ও বীজসমূহ এবং পরিমাণ ও আকৃতি সমূহ।

যদি ও প্রত্যেক বিচি ও বীজসমূহ "কাফ নুন (كن হও) এর ভান্ডার থেকে বহির্গামী একেকটি সিন্দুক যে, ভাগ্যের সাথে চিত্রায়িতকারী এক সূচিপত্র তাকে বিদায়ী শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছিল যে; কুদরত ঐ ভাগ্যের জ্যামিতিক ভাষায় অনুসমূহ ব্যবহার করতঃ ঐ বীজ সমূহের উপরে বিশাল আকারের মু'জিযাতে-কুদরতকে তৈরী করচ্ছে। অর্থাৎ সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে আগত সকল অবস্থাসমূহ লিখিত হওয়ার আওতাবদ্ধ রয়েছে। যদিও বিচি সমূহ, উপাদানগতভাবে হালকা নগন্য একে অপরের ন্যায়ই উপাদানগতভাবে এটা যেন কিছুই নয়। এমনকি, প্রত্যেক বস্তুর সুশৃঙ্খলতার পরিমাণ ভাগ্যের মধ্যে পরিষ্কারভাবে প্রদর্শনীয়। হাঁ, যেই সৃষ্টি জীবের দিকে থাকানো হয় না কেন দেখা যাচ্ছে যে, অতি হিকমতপূর্ণ ভাবে এবং শিল্পায়ীত করে এমন এক উর্বর শুক্ষ খাজিনা থেকে বের হয়েছে এর ন্যায় এক নির্দিষ্ট পরিমাণ এক আকৃতি রয়েছে যে, ঐ পরিমাণে ও চিত্রে ঐ রূপ গ্রহণ হয় আবশ্যিক এক চূড়ান্ত মাত্রায় একেক বস্তুর পুরাতন পদ্ধতির কারখানা পাওয়া জরুরী নতুবা এই সকল পরিমাণ আকৃতি সমূহের জন্যে ভাগ্য থেকে আগত সুসজ্জিত ইলমি এক খোদায়ী কারখানা এর সাথে কুদরতে-আযালের প্রতি এ আকৃতি, রূপকে কেটে কেটে পরিধান করাচ্ছেন। যেমনঃ- তুমি ঐ বৃক্ষের প্রতি ঐ জানোয়ারের প্রতি সচেতনভাবে লক্ষ কর যে; এটা নিস্ক্রীয়, বদির অন্ধ, অচেতন, পরস্পরে সমান হওয়া অনুসমূহ তার বড় ও প্রশস্থ হওয়াতে কাজ করচ্ছে। অনেক আঁকাবাঁকা সীমানায় ফল ও উপকারের জন্যে যেন তার, কোথায় যাওয়া দরকার স্থানকে জানে, দেখে এভাবে উপাদানমুখী অনুরা দাড়ায় এবং স্বীয় স্থলে বড় এক উদ্দেশ্যে অনুসরণ করচ্ছে এমনটির ন্যায় স্থল বড় এক উদ্দেশ্যে অনুসরণ করচ্ছে এমনটির ন্যায় স্থল পরিবর্তণ করে। অর্থাৎ তাকদির থেকে আগত প্ররোক্ষ পরিমাণের এর আধ্যাত্মিক পরিমাপের আদেশের সাথে অণুরা

(এটমরা) পর্যন্ত গতিতে গতিময়ী। যেহেতু দ্রব্য এবং দেখা যায় এমন বস্তুতে ঐ পরিমান তাকদীরের তাজাল্লী রয়েছে। তাহলে অবশ্যই বস্তুর সময় অতিক্রমতার সাথে পরিধানকৃত আকৃতি সমূহ এবং গতিময়তার সাথে অর্জিত হওয়া অবস্থান সমূহ ও একটি তাকদীরের সুবিন্যাস্থতার প্রতি অনুগত। হাঁ, একটি বীজের মধ্যে যেমন স্বত:স্ফূর্তভাবে ইচ্ছা এবং গঠন নির্মাণের নির্দেশনাবলীর শিরোণাম হওয়া “কিতাবে-মুবীন (স্পষ্ট কিতাব) থেকে প্রদত্ত্ব খবর এবং ইশারাকারী” হল একটি তজল্লী। তেমনি দৃষ্টিপাতমূলকভাবে নির্দেশন ও ইলমে এলাহীর এক শিরোনাম হওয়া “ঈমামে-মুবীন থেকে খবর প্রদানকারী এবং সংকেত প্রদানকারী” এই তজল্লী বিদ্যমান রয়েছে।

এখন যদি তাৎক্ষণিক স্বত:স্ফূর্ত ভাগ্য হয়; তাহলে ঐ বীজের ধারণকৃত বৃক্ষের বস্তগত ধরণ ও আকৃতি, অবস্থান ও গঠন এমন যে পরে চর্মচক্ষু দ্বারা দেখানো হবে। এখন যদি এটা তাত্বিক ভাগ্য হয়; তখন এই বীজের মধ্যে বীজের সৃষ্টি করা হবে গাছের হায়াতের পরিমাণ অতিক্রমী ব্যাখ্যাসমূহ অবস্থানসমূহ, রূপায়ন, চলন, তাসবীসমূহ সহ সবকিছু যে, হায়াতের ইতিহাস নামের সাথে ব্যাখ্যা করানো কত সময় অসময়ের ব্যাতিক্রমী ব্যাখ্যাসমূহ অবস্থান সমূহ, চিত্রসমূহ, কর্মসমূহ, যা ঐ বৃক্ষের ডালপালা, পাতাসমূহের ন্যায় সুবিন্যাস্থ একেকটি তকদিরের পরিমাণ বিদ্যমান।

আর যেহেতু সর্বোচ্চ নগন্য বস্তুর ও তৃণমূল বস্তুর মধ্যে এমনটি ভাগ্যের তজল্লী (কিরণদীপ্তী) রয়েছে। তাহলে অবশ্যই এটা প্রমাণ করে অনির্দিষ্ট সীমাহীন বস্তুসমূহের অস্তিত্বের পূর্বে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং অল্প এক সুক্ষ সচেতনতার দ্বারা বুঝা যায়।

এখন প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্বের পর ভবিষৎ হায়াত লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে প্রমাণ যদি হয়ঃ পৃথিবীতে কিভাবে মুবীন এবং ঈমামে মুবীন থেকে সংবাদ প্রধান করা সমস্ত ফলশ্রুতি এবং লাওহে মাহফুজ থেকে দেওয়া ঘর এবং সংকেত যা মানুষের মধ্যে অবস্থীত সকল স্বরণ শক্তি একেকটি স্বাক্ষী স্বরূপ। একেকটি নিদর্শন স্বরূপ। হাঁ, প্রত্যেক ফলের বৃক্ষের হায়াতের সময়সীমা তার অন্তর এর হুকুমকৃত হওয়া বীজের মধ্যে লেখা হচ্ছে। মানুষের আগত ভবিষ্যৎ হায়াতের সাথে বারবার আলমের অতীতকালীন ঘটনাবহুল স্বরণ শক্তিতে এক রকম এক তরতিবে লেখা হচ্ছে যে, সুক্ষ শরিষার ক্ষুদ্রতার মধ্যে এই শক্তিতে কুদরতের স্বাক্ষর ভাগ্যের কলমের দ্বারা মানুষের আমলের ছহীফা থেকে ছোট এক সূত্র অনুলিপি করতঃ মানুষের হাতে দিয়ে, মগজের পকেটে রেখে দিয়েছে। সুদূর হিসাব করার কালে যেন তাহাকে স্বরন করিয়ে দেয়। এমন কি যাতে নিশ্চিত হয় যে, এই অস্থায়ী এবং নশ্বর জগাখিচুরীর মধ্যে স্থায়ীত্বের জন্যে অসংখ্য দর্পন সমূহ রয়েছে যে, কাদিরে-হাকিম নশ্বর সমূহের বৈশিষ্ট্যাবলী এদের মধ্যে চিত্রায়িত করে স্থায়ী করে রাখচ্ছেন। এবং স্থায়ীত্বের জন্যে অগনিত লওহা, তখতাসমূহ রয়েছে যে হাফিজে-আলিম নশ্বর সমূহের অর্থাবলী ঐ তখতাবলীতে লিখচ্ছেন।

মোট কথাঃ যেহেতু অতি নগন্য ও নিম্ন স্থরের হায়াতকৃত লতাপাতার হায়াত এই মাত্রায় ভাগ্যের পরিবেশিত বিন্যাসের অনুগামী। তাহলে তো অবশ্যই সর্বোচ্চ স্থরের জিন্দেগীতে হায়াত বহনকারী মানুষের ক্ষেত্রে, সমস্ত সুক্ষ, অতিরিক্ত বিষয়াদীর ক্ষেত্রে তাকদিরের মানদন্ডের দ্বারা আঁকা হয়েছে এবং তাকদিরের কলমের দ্বারা লিখানো হচ্ছে। হাঁ, যেমনটি ছোট কোন ফুটা যেগুলো মেঘ থেকে সংবাদ প্রদান করে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি এবং ঝর্ণা প্রদর্শন করে। সুত্রাবলী পকেট বুক এক কবরের খাতার অস্তিত্যকে ইঙ্গিত প্রদান করে। ঐভাবেও এই আমাদের দর্শনীয়, প্রাণী জীবের বস্তুগত ব্যবস্থাপনাকৃত, স্বত:স্ফূর্ত ভাগ্য এবং আধ্যাত্মিক বন্দোবস্ত এবং জীবকৃত দৃষ্টিপাতমূলক ভাগ্যের হালকা বৃষ্টি এবং ফুটা সমূহ সুত্রাবলীর হাত ব্যাগ সমূহের আওতায় হওয়া ফলাদী, বীর্জাবলী, বীজসমূহ, বিচি সমূহ আকৃতি সমূহ, রূপসমূহ, স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিতাবে মুবীন বলাকৃত ইচ্ছা

ও সৃষ্টির নির্দেশনাবলীর খাতাকে এবং “ঈমামে মুবীন উল্লেখিত ইলমে এলাহীর এক তথ্য প্রস্তুক হওয়া লওহে মাহফুজ কে প্রদর্শন করছে।

কাঙ্খিত ফলশ্রুতীঃ যেহেতু আমরা সরাসরি দেখছি যে, প্রত্যেক প্রাণীজীবের বড় ও উন্নতির সময়কালে; অনু সমূহ এদিক সেদিক সীমানা সমূহে, যায়, দাড়ায়, অনুসমূহ তাদের রাস্তা পরিবর্তন করে। ঐ সীমারেখা সমূহের শেষ প্রান্তে একেকটি হিকমত, ফায়দা, কল্যাণে ফল প্রদান করে। তাৎক্ষণিকভাবে ঐ বস্তুর চিত্রগত পরিমাণ একটি ভাগ্যের কলমের দ্বারা চিত্রায়িত করা হয়েছে। সুতরাং উপস্থিত স্বতঃস্ফূর্ত ভাগ্য ঐ প্রাণী জীবের প্ররোক্ষ অবস্থাকে ও এক নিয়তীর কলমের দ্বারা আঁকা হয়েছে সুবিন্যস্থ ফলপ্রদ সীমানা শেষ সীমান্তে বিদ্যমান আছে প্রদর্শন করছে। কুদরত শব্দটি একটি মাছদার আর কাদার একটি মিছতার লিখিত কর্মসূচি কুদরত ঐ অর্থবহুল কিতাবকে, ঐ লিখিত কর্মসূচির উপর লিখে। আর যেহেতু বস্তুগত ও আধাত্মিক নিয়তির কলমের দ্বারা অঙ্কিত হয়েছে উপকারী কিনারা সমূহ, হিকমতপূর্ণ শেষ প্রান্তাবলী হওয়াটা আমরা শক্তিশালীভাবে বুঝতেছি। অবশ্যই প্রত্যেক জীবের জীবনকালে অতিক্রান্ত অবস্থাবলী এবং মনোভাব ঐ তাকদিরের কলমের দ্বারা চিত্রাঙ্কিত করা হয়েছে। কেননা জীবনের ভবিষ্যত, একটি পরিব্যবস্থা এবং ভারসাম্যতার সাথে স্রোতময় হচ্ছে।

তার আকৃতি সমূহ পরিবর্তন করা হচ্ছে। রূপসমূহ নিচ্ছে। যেহেতু এরকম, তাই সাধারণ অসংখ্য প্রাণীকূলে তাকদিরের কলম তার কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। তাহলে অবশ্যই পৃথিবীর সবচেয়ে পরিপূর্ণময় ফল এবং জমিনের খলীফা এবং সুমহান আমানতের বহনকারী হওয়া মানুষের হায়াতের ভবিষ্যৎ, যা সবকিছু থেকে বেশি তাকদীরের নিয়মের প্রতি অনুগত।

এখন যদি বল যে, তাকদীর আমাদেরকে এমনটি বেষ্টিত করে রেখেছে। আমাদের স্বাধীনতাকে উঠিয়ে নিয়েছে, প্রশস্থতায় এবং ঘোরপাকে আগ্রহীকৃত অন্তর ও রূহ এর জন্যে ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনা এক রকম বাধ্যবাধকতা এক ধরনের সমস্যা কি প্রদান করছে না?

উত্তরঃ অকাঠ্যভাবে এবং নি:সন্দেহে কখনও নহে। সমস্যা না দেওয়ার ন্যায় অগনীত এক সহজলভ্যতা এবং স্বাচ্ছন্দ্যময়তা এবং আত্ম প্রশান্তি প্রদানকারী নিরাপত্তা জোরদারকারী এক নেশা এক নূর প্রদান করছে। কেননা মানুষ যদি তাকদিরে ঈমান না আনে ছোট এক এলাকার অংশ বিশেষ এক স্বাধীনতা সুনির্দিষ্ট এক ভবগুয়েমীতার মধ্যে দুনিয়া সমপরিমাণ ভারী এক বোঝা বহন বেচারা রূহ এর জন্যে বোঝাই বাধ্যতামূলক হবে। কেননা মানুষ সমস্ত দুনিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট, অগনীত উদ্দেশ্য এবং তার চাহিদা রয়েছে। কুদরত, ইচ্ছা, স্বাধীনতা; কোটি মানুষের মাঝে একজনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট না হওয়াটা আধ্যাত্মিক সমস্যাবলী বহন করাটা কি পরিমাণের আশ্চর্যজনক ও ভয়ংকর হচ্ছে বুঝা যায়। তাই তাকদীরে বিশ্বাস করা সমস্ত ঐ বোঝাবলীকে তাকদীরের জাহাজে নিক্ষেপ করে। পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যতার সাথে রূহ ও অন্তরের পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে পূর্ণতায় আজাদী প্রদক্ষিণে ময়দান প্রদান করে। কেবল নফসে-আম্মারার অংশ বিশেষ স্বাধীনতা উঠিয়ে নেয় এবং ফেরাউনীকে এবং খোদায়ীভাবকে এবং যা ইচ্ছা তাই করাকে নষ্ট করে ভেঙ্গে ফেলে। ভাগ্যের উপর বিশ্বাস বা ঈমান রাখা এতটাই স্বাদময় যে, এতটাই সুখানন্দের যে, বুঝানো অনেক জটিল, কেবল নিম্নের এই উদাহরণের সাথে ঐ স্বাদকে এবং ঐ চিরসুখীমূলক চিরসত্যকে এক ইশারা প্রদান করব। এ রকম যে, দুই ব্যক্তি, বাদশাহর শহরে যাচ্ছে। ঐ বাদশাহর বিস্ময়কর এক কুশআমেদী মহল রয়েছে ঐ বিশেষ প্রাসাদে তারা প্রবেশ করছে। একজন, বাদশাহকে চিনে না; সে ঐ প্রাসাদে থাকতে মনস্থ করে এবং হায়াত ঐখানে কাঠাতে

সিদ্ধান্ত নেয়, মাল চুরি করে এবং জবরদস্থি করে। অতঃপর বাগানে কর্মব্যস্থ হয়, কিন্তু ঐ বাগান, ঐ প্রাসাদ, এর পরিবেশন সুবিন্যাস্থকরণ পরিচালনা এবং এখানকার মেশিন সমূহের চালানো এবং প্রাণী সমূহের জন্যে তাদের রিযিকের ব্যবস্থাপনার ন্যায় কষ্টকর যন্ত্রণা সমূহ সে অনুভব করে। ধারাবাহিকভাবে সে বিরক্তির অনুগামী হয়। ঐ জান্নাতের ন্যায় বাগিচা তার কাছে জাহান্নামের ন্যায় হয়ে যাচ্ছে। সবকিছুতে বিরক্তবোধ করছে। নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না। দুঃখের সাথে সময় অতিবাহিত করছে। পরে ঐ চুর, অভদ্র লোকটিকে ভদ্রতা বজায় রেখে তাহাকে জেলখানায় পাঠানো হয়।

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি, সমস্থ বাগানে, সে প্রাসাদে আছে মনে করে কাজ করে যাচ্ছে একটি নীতিমালার অনুগত হওয়ায়, সবকিছুকে এক প্রোগ্রামের সাথে পূর্ণ সহজতর ভাবে কাজকর্ম আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। দুঃখ ও বিরক্তি সমূহকে বাদশাহর কানুনের হাওলা করে পূর্ণ পরিচ্ছন্নতার সাথে ঐ জান্নাতের তুলনাময়ী বাগানের সকল স্বাদসমূহ থেকে উপকৃত হয়ে বাদশাহর অনুগ্রহে এবং পরিচালিত নীতিমালার সুন্দর্যতাকে সুত্রমন্ডিত করে সবকিছু আনন্দময় দেখছে। খুবই সুস্বাধু ও আনন্দের সাথে সে তার জীবন অতিবাহিত করছে । যাই হোক,

مَنْ اٰمَنَ بِالْقَدَرِ اَمِنَ مِنَ الْكَدَرِ আলোচ্য পংক্তি থেকে বুঝ। অর্থাৎ-যে ভাগ্যে বিশ্বাসকরল যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেল।

চতুর্থ আলোচনা

এখন যদি বল যে, "প্রথম আলোচনায় আপনি স্পষ্ট করলেন যে, তাকদিরের সবকিছুই উত্তম, ভাল। তাকদির থেকে আগত মন্দকিছুও উত্তম, অপছন্দনীয় কিছুও উত্তম। অথচ এই দুনিয়ার জিন্দেগীর মুসিবত সমূহ দুর্দশাবলী ঐ উল্লেখিত হুকুমের প্রতি বেমানান?"

উত্তরঃ হে সহানুভূতির তীব্রতা থেকে প্রচন্ড যন্ত্রণা অনুভবকারী আমার অন্তর এবং আমার বন্ধু! অস্থিত্য হল পুরোপুরী উত্তম আর অস্থিত্বহীনতা হল পুরোপুরী অনুত্তম হওয়াটা; যা সমস্ত সুন্দর্যতা এবং পূর্ণাঙ্গতার অস্থিত্বে ফিরা। এবং সমস্ত পাপ ও বিপদাপদ এবং ক্ষতিসমূহের ভিত্তি, অস্থিত্বহীনতায় হওয়া, প্রমাণিত।

যেহেতু অনস্থিত্ব হল পূর্ণ মন্দ। তাই শূন্যতাকে আনয়নকারী হওয়া অথবা রিক্ততায় অনুভূত হওয়া অবস্থা ও অনিষ্টতায় অন্তর্ভূক্ত করে। ফলে অস্থিত্বের সবচেয়ে চমৎকার আলোকৃত (নুর) হায়াত ভীন্নমুখী অবস্থার মধ্যে প্রদক্ষীনার্থে শক্তি অর্জন করে। পরস্পরে অনুপযোগী অবস্থানে প্রবেশ করতঃ পরিচ্ছন্ন করছে এবং ভিন্নমুখী রকম,ধরন গ্রহণ করতঃ সংকল্পিত ফলাফল দিচ্ছে, এবং ব্যতিক্রমী আকৃতি, প্রকৃতিতে প্রবেশ করতঃ জীবন প্রদানকারীর (আল্লাহর) নামসমূহের নকশাবলীকে চমৎকারভাবে প্রদর্শন করছে। সুতরাং এই বাস্তবতা থেকে যে, জীবন্তদের কষ্ট সমূহ, মুসিবত সমূহ, ক্লেশ সমূহ, দুর্যোগের আকৃতিতে কিছু অবস্থাবলী প্রতিবন্ধক হয় যে, ঐ অবস্থাবলীর সাথে স্বীয় হায়াতকে, অস্থিত্বের নূরকে নবায়ন করে অনস্থিত্বের অন্ধকারকে দূরীভূত করতঃ তাদের হায়াত সমূহকে সুপরিচ্ছন্ন করছে। যদিও অবস্থানরত দাড়ানো, নিরবতা নিশ্চুপতা, অলসতা, আরাম বিশ্রাম, একি অবস্থায় ধারাবাহিকভাবে অবস্থানে একেকটিতে আলাদা আলাদা প্রেক্ষাপটে অস্থিত্বহীনতা বিদ্যমান। এমনকি সবচেয়ে বড় স্বাদ যা এই একি অবস্থায় ধারাবাহিকতায় অনস্থীত্বে নিম্নগামী হয়।

সারকথাঃ- যেহেতু হায়াত, আল্লাহর আসমায়ে হুসনার নকশাকে দেখায়। জীবনের ক্ষেত্রে আগত সবকিছুই উৎকৃষ্টমানের। যেমন:- অতি ধণী ব্যক্তি চূড়ান্ত মাত্রায় শিল্পপতী এবং অনেক শিল্পে প্রসিদ্ধ কোন ব্যক্তি: সে তার শিল্পের নিদর্শনাবলীকে এবং মূল্যবান প্রতিফলকে দেখানোর জন্যে সাধারণ কোন মিছকিন লোককে, মডেলিং কর্মকে প্রদর্শনের জন্যে কিছু টাকার বিনিময়ে এক ঘন্টা টুকরাকৃত, রেনুনীকৃত এমন এক শার্ট পরিধান করায়। এর উপর কারূকার্য পরিবর্তন করে। এবং সর্ব প্রকার তার নকশাবলী কার্যক্রম প্রদর্শনের

জন্যে পোষাককে কাটছে, পরিবর্তন করে লম্বা করে, খাটো করে, এখন এই বিনিময়ী মিছকিন লোকটি এখন যদি ঐ শিল্পীকে বলে যে আমাকে বিরক্ত করচ্ছ। অনুরক্ত করতঃ দাড় করিয়ে কাজ করাচ্ছ। আমায় চমৎকারকারী ঐ পোষাককে কেটে ছেটে আমার সুন্দর্যকে নষ্ট করচ্ছ। এভাবে বলার ঐ মিছকিন লোকটি অধিকার রাখে কি? নির্দয়, অন্যায় আমার সাথে করচ্ছ, এভাবে কি বলতে পারে? অতএব এর ন্যায় সানি-এ-যুল-যালাল, ফাতিরে-বে-মিছাল! যিনি জীবনীবন্তকে কর্ন, চক্ষু, আকল, অন্তরের ন্যায় চাহিদা ও অনুরাগের সাথে পরিশোভিত হিসেবে পরিধানকৃত দেহনামের অস্থিত্বের পোষাককে আসমায়ে হুসনার নকশাবলীকে দেখানোর জন্যে অনেক অবস্থাসমূহের মধ্যে রূপান্তরিত করেন। অনেক প্রেক্ষাপটের সাথে পরিবর্তন করেন। যন্ত্রণা এবং মুসিবত প্রকার থেকে হওয়া অবস্থা প্রকৃতি; যা অধিকাংশ তার গুণগত নাম সমূহের প্রদর্শনের জন্যে হিকমতের দীপ্তিতার মধ্যে অনেক রহমতের কিরণসমূহ এবং ঐ রহমতের আলোকের মধ্যে মনোরম সুন্দর্যতা বিদ্যমান।(তাহাকে চিনতে পারার মাধ্যম)

* পরিশিষ্ট *

(পুরাতন সাঈদকে তার বিদ্রুহী, বিলাসবহুল, অহংকার, আমিত্য আত্মপ্রদর্শন মূলক নফসকে নিশ্চুপকারী নির্দেশে বাধ্যকারী নিম্নের পাঁচটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ।)

প্রথম অনুচ্ছেদঃ যেহেতু দ্রব্য পণ্য বিদ্যমান এবং এগুলো শিল্পকর্মে ব্যাপ্ত। তাহলে নিশ্চিতভাবে তার একজন উস্তাদ ও রয়েছে। বাইশতম কালেমায় অতি বিশেষণপূর্ণভাবে বর্ণনা করার ন্যায়; যদি সবকিছু একজনের না হয়, তাহলে ঐ সময় প্রত্যেক দ্রব্যপণ্যের ন্যায় সকল কিছু জটিল ও ভারী হবে। আবার সকল কিছু যদি একজনের হয়, তখন সবকিছু একটি পণ্যের ন্যায় আছান এবং সহজতর হবে। সেহেতু জমীন ও আকাশমন্ডলীকে কেউ একজন সৃষ্টি করেছে, অস্থিত্ব দিয়েছে। অবশ্যই সে অতি হেকমতপূর্ণ এবং শিল্পকর্মে মহান এক শিল্পপতি' জমীন ও আসমান সমূহের ফলফলাদীকে এবং প্রতিদান সমূহকে এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত হওয়া প্রাণীকুলকে অন্যদেরে প্রদান করতঃ তার আসল কাজ ক্ষমতা নষ্ট হবে না। তার শিল্পকে অন্য হাত সমূহে হস্থান্তর করতঃ সমস্ত হিকমতপূর্ণ কর্মসমূহ ক্ষতিগ্রস্থ করবে না। তিনি যে চিরন্তন আছেন তার অস্থিত্বহীনতায় নিমজ্জিত হবে না, কৃতজ্ঞতা এবং ইবাদাত সমূহ অন্য কাউকে না দেওয়ারই কথা ছিল।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ হে আমার, দাম্ভিক নফস! একটি আঙ্গুরের বৃক্ষের সাথে তোমার মিল রয়েছে। অহংকার করিও না। স্থবক গুচ্ছ ঐ আঙ্গুর বৃক্ষ নিজে নিজে তার মাঝে লটকায় নাই, অন্য কেউ জোড়া লাগিয়েছে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ তুমি হে আত্মপ্রদর্শনকারী আমার নফস! আল্লাহর দ্বীনে খেদমত করেছি বলে আত্মহংকার করিও না।

إِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

আল্লাহ তা'আলা কখনও পাপিষ্ঠ, ফাজির লোকের দ্বারা দ্বীনের সাহায্য করেন। (বুখারী জিহাদ ১৮২)

আলোচ্য হাদীসের আলোকে হয়ত তুমি বিশুদ্ধ না হওয়ার ধরূন নিজেকে ঐ পাপী, ফাজির ব্যক্তি হিসেবে জানা জরূরী। তোমার খেদমত, তোমার ইবাদত, বিগত ভোগকৃত নেয়ামত সমূহের বিবেচনায় শুকুর এবং স্বভাবসুলভ ওজিফার বিবেচনায় এবং সৃষ্টির কর্তব্য পরায়ণতার বিবেচনা ও সান-আতের ফলাফল হিসেবে বিবেচনা কর। আত্মহংকার এবং আত্মপ্রদর্শন থেকে নিজেকে রক্ষা কর।

চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ হাকিকাতের ইলিম, হাকিকি হিকমত যদি তুমি চাও তাহলে জনাবে আল্লাহর পরিচয় কে অর্জন কর। কেননা সমস্ত হাকাইকে-মওজুদাত হক্ব নামের কিরণসমূহ এবং নামসমূহের আলোকপ্রদ এবং তার ছিফাত সমূহের তাজাল্লী সমূহ এর রূপস্বরূপ। বস্তুবাদী, আধ্যাত্মিক, স্বর্ণের, মাটির প্রত্যেক বস্তুর, প্রত্যেক মানুষের হাকিকাত একেকটি নামের নূরে নুরান্নীত হাকিকাতের প্রতি সংশ্লিষ্টতা বিদ্যমান। নতুবা হাকিকাত বিহীন গুরূত্বহীন একটি সুরত, বিশতম কালেমার শেষের দিকে এই রহস্যের সাথে সম্পর্কিত একটি তাত্ত্বিক আলোচনা হয়েছে।

হে আমার নফস! যদি তুমি এই দুনিয়ার হায়াতের প্রতি আগ্রহী হও, মৃত্যু থেকে পলায়ন কর; তাহলে মনে রেখ যে, তোমার ধারণায় ব্যাপ্ত যে হায়াতের অবস্থা; যেন এটা কেবলমাত্র একটি মিনিট ছাড়া কিছু নহে। ঐ মিনিটের পূর্বে সমগ্র সময়ের এবং ঐ সময়ের মধ্যকার দুনিয়াবী ভোগ্যবস্তু সমূহ যা ঐ মিনিটের পরে সমস্ত সময়ের এবং তার ঐ মুহুর্তপূর্ণ মিনিটে বিলুপ্ত স্বরূপ, বিলোপকৃত স্বরূপ। অর্থাৎ তোমার বিশ্বাস করা এই বস্তুবাদী হায়াত কেবল একটি মিনিট মাত্র। এমনকি এক প্রকার বিজ্ঞরা বলেছেন ইহা একটি সেকেন্ডের ৪৮০ মুহুর্তক্ষনের একটি ক্ষণ মাত্র, বরং এর চেয়ে আরও অল্পক্ষণ।

সুতরাং এই রহস্যের শিক্ষা হল যে, অধিকাংশ আহলে ওলায়েত (অলীগন) দুনিয়ার দুনিয়া দৃষ্টিকোণে না হওয়া অনস্থিত্বতা হুকুম প্রদান করেছেন। আর যেহেতু ব্যাপারগুলো এরকম, তাহলে এই বস্তুবাদী মনের জিন্দেগীকে ছেড়ে গত অন্তর, রূহ, রহস্যের হায়াতের ধাপে প্রবেশ কর, দেখ, কি পরিমাণ প্রশস্থ এক হায়াতের স্থর বিদ্যমান রয়েছে। তোমার জন্যে মৃতু হওয়া অতীত, ভবিষ্যত যা ঐগুলোর জন্যে চিরঞ্জীব, জীবন এবং অস্থিত্বশীল। হে আমার নফস যেহেতু ব্যাপার এরকম, তাহলে তুমিও আমার অন্তরের সাথে কাঁদ চিৎকার কর এবং বল যে, আমি অস্থায়ী অস্থায়ীকে আমি চাই না। আমি অভাবী, অভাবী হওয়াকে চাই না। আমার রূহকে রহমানের কাছে হস্থান্তর করে দিলাম। অন্য কিছুকে চাই না। চাই তবে কেবল চিরস্থায়ী স্থলকে চাই। অনুবিহীন কিছুই নহে আমি তবে আমি, শমছে-ছরমেদ (চিরস্থায়ী সূর্য) কে চাই। নেই এর মধ্যে কিছুই নেই কিন্তু আমি এই মওজুদাতকে এক আল্লাহর কাছ থেকে চাই।

পঞ্চম অনুচ্ছেদঃ এই অনুচ্ছেদ আরাবী ভাষায় আসার কারণে আরাবী লেখা হয়েছে। এবং এই আরাবী ভাগ আল্লাহু আকবার উল্লেখের মধ্যে ৩৩ মরর্তবায়ে তাফাক্কুর থেকে একটি মাত্র মরতবার ঈশারা।

اَللهُ اَكْبَرُ اِذْ هُوَ الْقَدِيرُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ الْكَرِيمُ الرَّجِيمُ الْجَمِيلُ النَّقَّاشُ الْاَزَلِىُّ الَّذِى مَا حَقِيقَةُ هٰذِهِ الْكَائِنَاتِ كُلًّا وَ جُزْءً وَ صَحَائِفَ وَ طَبَقَاتٍ

... ...وَ مَا حَقَائِقُ هٰذِهِ الْمَوْجُودَاتِ

শেষাংশ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيمِ

(এই ছোট্ট টীকার অনেক বড় এক তাৎপর্য রয়েছে সকলের জন্যে এটা উপকারী)।

জনাবে হক্বের কাছে পৌছার মাধ্যম হবে এমন রাস্তা অনেক রয়েছে। সকল সত্যিকার পথ সমূহ ক্বোরআন থেকে নেয়া হয়েছে। কিন্তু তারিকাতের অধিকাংশ রাস্তা থেকে অনেক সংক্ষেপ ও অনেক প্রশান্তিমূলক অনেক জনসাধারণপূর্ণ রাস্তা হয়। ঐ পথ সমূহের মধ্যে অনেক

বুঝ শক্তির দ্বারা ক্বোরআন থেকে উপকৃত হলাম, যা অভাব, দরিদ্র সহানুভূতির এবং তাফাক্কুরের পথই পেলাম। হাঁ, অপারগতা ও সে ভালবাসার ন্যায়, বরং আরও প্রশান্তমূলক একটি রাস্তা যে ইবাদতের রাস্তার মাধ্যমে মাহবুবিয়্যাতের রাস্তায় যায় দরিদ্র ও রহমান নামটাকে স্পর্শ করে। এমনকি সহানুভূতিতা ও প্রেমভালবাসার ন্যায়, বরং আরও ধারালো এবং প্রশস্থ এক রাস্তা যে, রাহিম নামকে স্পর্শ করে। একিভাবে তাফাক্কুর ও এশকের ন্যায় বরং আরও ধনবান, আরও চাকচিক্যময় পথ। আরও প্রশস্থ এক পথ যে, হাকিম নামকে স্পর্শ করে। এই পথ, হালকা রাস্তা সমূহের ন্যায় ল্যাতাইফে আ'শারার (দশটি পাতলা ও ঘন, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়ঃ আবেগ, তারাহুড়া, অনুভতি, জ্ঞান, বেহুদা মনোবাসনা, প্রবৃত্তি, রাগ, কলব, রুহ, গোপন শক্তি সমূহ) ন্যায় দশ ধাপ নহে এবং উচ্চস্বরে যিকিরের পথের ন্যায় নুফুসু সাব'আ (সাতটি নফস তথা ১, নফসে আম্মারা, ২, লাউয়্যামা, ৩, মুত্মা'ইন্নাহ, ৪, রাজিয়া, ৫, মারজিয়্যাহ, ৬, সা'ফিইয়াহ, ৭, মুলহিমা) স্থরে শাখায়ীত ধাপসমূহ নহে বরং চার ধাপ থেকে প্রকাশিত এক রাস্তা থেকে আরও হাকিকাত, শরীয়তপূর্ণ। ভূল বুঝা যেনো না হয়। তোমার অভাব ও দরিদ্রতা এবং ভুল ত্রুটি জনাবে হক্বের সম্মুখে দেখতে পাওয়া উদ্দেশ্য নতুবা ঐ গুলোকে আমল করা অথবা সৃষ্টি প্রদর্শন উদ্দেশ্য নহে। এই সংক্ষিপ্ত রাস্তার বর্ণনাঃ যা সুন্নাতে নববীর অনুসরণ, ফরজ আমল কে আদায় করা, আমিত্য সমূহকে তরক করা। এবং বিশেষতঃ নামাজের মধ্যে তা'দিলে আরকান এর সাথে নামাজ পড়া। এর দ্বারা আরও উদ্দেশ্য নামাযের পরের তাসবিহাত সমূহ আদায় করা। এর দ্বারা আরও উদ্দেশ্য নামাযের পরের তাসবিহাত সমূহ আদায় করা। চার ধাপের প্রথম ধাপেঃ

فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ

অতএব তোমরা আত্নপ্রশংসা করো না। (নজম-৩২)

আলোচ্য আয়াত ইশারা প্রদান করছে। দ্বিতীয় ধাপেঃ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَاَنْسٰيهُمْ اَنْفُسَهُمْ

তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আত্ন বিস্মৃত করে দিয়েছেন। (হাসর-১৯)

আলোচ্য আয়াত ইঙ্গিত প্রদান করছে। তৃতীয় ধাপেঃ

مَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

আপনার যে কল্যাণ হয়, তা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে আর আপনার যে অকল্যাণ হয়, সেটা হয় আপনার নিজের কারণে। (নিছা- ৭৯)

আলোচ্য আয়াতে ক্বোরআন ইশারা করছে। চতুর্থ ধাপেঃ

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ

আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধবংস হবে। (কাছাছ-৮৮)

আলোচ্য আয়াতের ইশারা রয়েছে। **প্রথম ধাপের মধ্যেঃ** আয়াত فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ ইঙ্গিত প্রদান করার ন্যায়। তাযকিয়ায়ে নফস না করা। যদিওঃ মানুষ জন্মগত ও স্বভাবগত ক্ষেত্রে স্বীয় নফসকে ভালবাসে। বরং প্রথমে এবং সত্বাগতভাবে কেবল স্বীয় সত্বাকেই ভালবাসে। বাকী সবকিছুই নফসের জন্যে কোরবানী দেয়। ম'বুদের উপযুক্ত এক ধরন রীতিতে স্বীয় নফসের উপাসনা করে। স্বীয় মা'বুদের যোগ্য এক ত্রুটি-মুক্তির সাথে স্বীয় নফসকে দোষ সমূহ থেকে খুঁত এবং কলঙ্কমুক্ত হিসেবে দেখে । স্বীয় কর্মের ফলে আগত ভূলসমূহ তার কৃতকর্ম দেখে না গ্রহণ ও করে না। স্বীয় নফসকে পুজা করে এমন রকম রীতিতে কঠোরভাবে বাধাগুলোকে প্রতিবন্ধকতার দৃষ্টিতে দাড়ায়। এমনকি প্রকৃতিতে আমানত রাখা এবং মা'বুদে হাকিকির প্রসংশা ও তাছবিহের জন্যে তাকে প্রদানকৃত পঞ্চইন্দ্রিয় এবং যোগ্যতা স্বীয় নফসের অনুসরণে ব্যায় করে। এমনি করতঃ

مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوٰيهُ

যে তারা প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? (ফুরকান-৪৩)

আলোচ্য অংশে তার অবস্থা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেবল নিজেকে দেখে, নিজেকে নির্ভর করে, নিজেকে পছন্দ করে এই ধারায় শোধিত হওয়া পবিত্রতাঃ যা এ রকম সমস্যা থেকে শোধিত না হওয়া নিরপরাধ থাকা বুঝায় না।

দ্বিতীয় ধাপের মধ্যে ঃ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنْسٰيهُمْ اَنْفُسَهُمْ আলোচ্য আয়াত শিক্ষা দেওয়ার ন্যায়; নিজেকে ভূলে গিয়েছে নিজের ব্যাপারে কোন খবরই নেই। মৃত্যুর আলোচনাকে অন্যকে দিয়ে দেয়। অস্থায়ী ও চলে যাওয়া যদি দেখে, নিজের জন্যে এটা নিবে না। এবং কষ্ট ও খেদমতের মাকামে স্বীয় নফসকে ভূলে যাওয়া, তবে কেবল প্রতিদান গ্রহণ এবং মনোবাসনার ক্ষেত্রে উপকৃত হওয়া এমন মাকামে স্বীয় নফসকে চিন্তা করা, শক্তভাবে প্রয়োজনটা আদায় করণঃ এসবগুলো হল কু-প্রভৃত্তির দাবীতে যেন কিছু নহে। এই মাকামে শোধন পবিত্রতা অর্জন শিক্ষা লালন যা এই অবস্থা সমূহের ঠিক বিপরীত। অর্থাৎ- নফসকে ভূলে যাওয়ার মধ্যে ভূলে না যাওয়া অর্থাৎ- মনোকামনার রুচি ও মনোবসানার আগ্রহসমূহকে ভূলে যাওয়া এবং মৃত্যুও খেদমতে দ্বীন কে চিন্তা না করা.....।

তৃতীয় ধাপের মধ্যেঃ مَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ উক্ত আয়াতের শিক্ষা দেওয়ার ন্যায়ঃ নফসের দাবী, সার্বক্ষণিক ভাল এমনটি নিজে থেকে মনে করে আত্মহংকার এবং গরীমায় প্রবেশ করে। আলোচ্য ধারায় স্বীয় নফসের মধ্যে কেবল ভূল ও ত্রুটি, অভাব, দরিদ্রতা দেখে দেখে, উত্তমকর্ম ও পরিপূর্ণতাকে ফাতিরে যুল-জালাল এর পক্ষ থেকে কৃপাকৃত নেয়ামত সমূহ হওয়াটাকে মনে করতঃ অহংকারের স্থলে শুকরিয়া, প্রসংশার স্থলে নিজেকে বন্দি না করে আল্লাহর প্রসংশায় ব্যাস্থ থাকা। এই মরর্তবায় আত্মশুদ্ধিতা বর্ণিত
قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰيهَا

যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। (শামছ-৯)

আলোচ্য আয়াতাংশের উদ্দেশ্য হল যে, পূর্ণতাকে অপূর্ণতার মধ্যে ক্ষমতাকে অভাবের মধ্যে ধন কে দরিদ্রতার মধ্যে জানা।

চতুর্থ ধাপের মধ্যে ঃ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ আলোচ্য আয়াতের শিক্ষা প্রদানের ন্যায়ঃ নফস নিজেকে স্বাধীন এবং স্বনির্ভর এবং অস্থিত্বশীল মনে করে। আর এর থেকে এক প্রকার খোদায়ীর দাবী করে। আসল মা'বুদের সম্মুখে দুশমনির ন্যায় এক অপরাধকে বহন করে। তাই আগত এই হাকিকাতের সাথে গভীর চিন্তার দ্বারা এই পাপ থেকে রক্ষা করে। হাকিকাতটি এরকম যে, সবকিছুই নফসের মধ্যে প্রত্যক্ষ নামবাচক অর্থের দিক থেকে ক্ষনস্থায়ী, অস্থিত্বহীন, দূর্ঘটনামাত্র, বিলুপ্ত জানে । কিন্তু এখানে প্ররোক্ষ ও বর্ণমূলক অর্থের দিক থেকে, সানি-এ-যুল-জালালের নাম সমূহের প্রতি তুলনাময়তার দৃষ্টিতে এবং দায়িত্ব কর্তব্যের দৃষ্টিতে স্বাক্ষী স্বরূপ ও উপস্থিত সক্ষম এক অস্থিত্বশীল হিসেবে জানে । এই মাকামে আত্মশুদ্ধিতা ও পবিত্রতা হল এটা যে, অস্থিত্বে বিলুপ্তি বিলুপ্তিতে অস্থিত্ব রয়েছে। অর্থাৎ যদি নিজে জানে যদি অস্থিত্ব দেওয়া হয়; কায়েনাত পরিমান এক বিলুপ্ত জুলুমাত এর ভিতরে বিদ্যমান। অর্থাৎ ব্যক্তিত্বময় দেহের অস্থিত্যকে বিশ্বাস করতঃ মুজিদে-হাকিকি থেকে যদি গাফীল হয় তাহলে; নক্ষত্র পোকার ন্যায় এক আলোকিত আলোর বৈশিষ্ট্যময় অস্থিত্ব অসংখ্য জুলুমাতের বিলুপ্তিতে ও বিচ্ছেদের মধ্যে এটা পাওয়া হয়, খুঁজা হয় অন্য বৈ কিছু নহে। কিন্তু এনানিয়্যাত (আত্মহংকার) কে ছেড়ে দিয়ে স্বয়ং নফসকে কিছুই না হওয়া এবং মুজিদে-হাকিকি এর এক তজল্লীর আয়না পাওয়ামূলক দেখার সময়, সমস্ত সৃষ্টিসমূহ এবং অগনীত এক অস্তিত্ব অর্জন করে। যদি সমস্ত সৃষ্টি সমূহ আল্লাহর নাম সমূহের উজ্জলতার প্রকাশিত হওয়া মহান যাতে ওয়াজিবুল-উজুদ আল্লাহকে পাওয়া ব্যক্তি সবকিছু পায়.........।

উপসংহারঃ এই অভাব, দরিদ্র, সহানুভূতী, তাফাক্কুরন্ত রাস্তার মধ্যকার চার ধারার ব্যাখ্যা, হাকিকাতের ইলমে, শরীয়তের হাকিকাতে ক্বোরআনের হিকমতে সংশ্লিষ্ট হওয়া ছাব্বিশটি কালেমায় আলোচিত হয়েছে। কেবল এখানে এক দুইটি পয়েন্টের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রদান করব......এ রকম যে,

হাঁ, এই রাস্তা আরও খাটো। কেননা চার ধাপ বিশিষ্ট অভাবের হাত যদি নফস থেকে নির্গত হয় তাহলে নিঃসন্দেহে কাদিরে-যুল-জালাল কে প্রদান করে। অথচ সর্বোচ্চ ধারালোকৃত এশক নফস থেকে শক্তিশালী হয়। কিন্তু কৃত্রিম মা'শুকের প্রতি জড়িয়ে যায়। তারপর এই কৃত্রিমতার বিলুপ্তিতে মাহবুবে-হাকিকি আল্লাহর প্রতি ফিরে। এমনকি এই রাস্তা অনেক প্রশান্তিমূলক। কেননা নফসের আধ্যাত্মিক পাগলামী এবং উচ্চ পর্যায়ে উন্নতী লাভকরণ দাবী সমূহ পাওয়া যায় না। কেননা অভাব, দরিদ্র, ভূলত্রুটি থেকে অন্য নফসে পাওয়া যাচ্ছে না যে, স্বীয় সীমানা থেকে অতিক্রম করুক বলে। এমনকি এই রাস্তাটি যেমন জনসাধারণের জন্যে তেমনি এটি জাদ্দায়ে কুবরা (বড় রাস্তা)। কেননা কায়েনাত আহলে ওয়াহদাতুল-ওয়ুদ এর ন্যায় চিরকালীন শান্তি অর্জনের জন্যে ফাঁসির আসামী ধারণা করে "লা মাউযুদা ইল্লা হু, (لا موجود الا هو) এর হুকুম প্রদানে অথবা আহলে ওয়াহদাতু-শশুহুদ এর ন্যায় হুজুরে দায়ীমী এর জন্যে কায়েনাতকে পূর্ণভাবে ভূলে জেলখানায় জেলের আসামী হিসেবে মনে করে "লা মাসহুদা ইল্লা হু " (لا مشهود الا هو) বলতে বাধ্য হচ্ছে না। বরং ফাঁসি থেকে বা জেলের শাস্তি থেকে অতি স্পষ্টভাবে ক্বোরআনী ক্ষমা করা থেকে এটাও অদৃশ্যমূলক রেখে ও সৃষ্টি সমূহকে স্বীয় হিসাবের তরে খেদমতে-

দ্বীন থেকে হ্রাস করাতে ফাতিরে যুল-যালালের দৃষ্টিতে ব্যবহার করতঃ আসমায়ে হুছনার মাজহারিয়্যাত এবং আয়নার কর্তব্য আদায়কারী কর্মে ব্যবহার করতঃ হরফী অর্থের দৃষ্টিতে ঐগুলোকে দেখে সার্বিক গাফলত থেকে রক্ষা করতঃ চিরকালীন শান্তিতে প্রবেশ করার পথ এই রাস্তা। যাতে প্রত্যেক বস্তুতে জনাবে হক্বের প্রতি পথ খুঁজে পাওয়ার মাধ্যম স্বরূপ।

শেষ কথা = সৃষ্টি সমূহকে সৃষ্টিকুলের দৃষ্টিতে খেদমতে-দ্বীন থেকে হ্রাস পেয়ে মা'নায়ে ইসমি এর সাথে না দেখা। রেফঃ সোজলার ৪৬৩

(মা'নায়ে ইসমি, মা'নায়ে হরফি, নিয়ত, নাজার মসনবি-য়ে নূর ৫১ এ আলোচিত এই **পুস্তকের ৪২৮ পৃঃ)**